২৪ পারা

(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে(১) এবং তার নিকট আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে,(২) তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (٣٢)
(৩৩) যারা সত্য এনেছে(৩) এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,(৪) তারাই তো আল্লাহ-ভীরু।	وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(٣٣)
(৩৪) এদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই এদের প্রতিপালকের নিকট বর্তমান,(৫) এটিই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান।(৬)	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤)
(৩৫) কারণ, এরা যে সব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা ক্ষমা ক’রে দেবেন এবং তাদের কৃত সৎকাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।	لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٥)
(৩৬) আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন?(৭) অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।(৮)	أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦)
(৩৭) এবং যাকে আল্লাহ পথনির্দেশ করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না,(৯) আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী নন?(১০)	وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧)

---

(১) অর্থাৎ, দাবী করে যে, আল্লাহর সন্তান-সন্ততি অথবা তাঁর শরীক আছে কিংবা তাঁর স্ত্রী আছে, অথচ তিনি এই সমস্ত জিনিস থেকে পাক ও পবিত্র।

(২) যাতে আছে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), (দ্বীনের) বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাদি, পুনরুত্থান সম্পর্কীয় আক্বীদা ও বিশ্বাস, হারাম কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ এবং মু’মিনদের জন্য সুসংবাদ ও কাফেরদের জন্য ধমক ও শাস্তির কথা। এ হল সেই দ্বীন ও শরীয়ত, যা মুহাম্মাদ ﷺ নিয়ে আগমন করেছেন। এটাকে তারা মিথ্যা মনে করে।

(৩) এ থেকে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। যিনি সত্য দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন। কারো কারো নিকট এ কথাটি সাধারণ এবং এর লক্ষ্য এমন সকল ব্যক্তি, যারা তাওহীদের দাওয়াত দেয় এবং আল্লাহর শরীয়তের প্রতি মানুষকে পথপ্রদর্শন করে।

(৪) কেউ কেউ এ থেকে আবূ বাকার ؓ-কে বুঝিয়েছেন। যিনি সর্ব প্রথম রসূল ﷺ-এর সত্যায়ন করেছেন এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে সাধারণ গণ্য করেছেন। যা সেই সমস্ত মু’মিনকে শামিল করে, যারা রসূল ﷺ-এর রিসালতের প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে মনে করে।

(৫) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদের পাপগুলো মাফ করে দেবেন এবং তাদের মর্যাদাও বাড়িয়ে দেবেন। কেননা, প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর কাছে এটাই আশা রাখে। এ ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার পর তো প্রত্যেক বাঞ্ছিত জিনিস পাওয়া যাবে।

(৬) مُحْسِنِيْنَ এর একটি অর্থ হল, যাঁরা নেক কাজ করেন। দ্বিতীয় অর্থ হল, যাঁরা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেন। যেমন, হাদীসে ‘ইহসান’এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) “তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি এ রকম ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, তবে এটা যেন অবশ্যই মনে করা হয় যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।” তৃতীয় অর্থ, যাঁরা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ ও উত্তম ব্যবহার করেন। চতুর্থ অর্থ হল, যাঁরা প্রত্যেক নেক কাজকে সুন্দরভাবে বিনয়-নম্রতা এবং নবী করীম ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করেন। ইবাদতে আধিক্যের পরিবর্তে (যেটুকু করেন তাতে) সৌন্দর্যের খেয়াল রাখেন।

(৭) এখানে ‘দাস’ বলতে নবী করীম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো নিকট এটা সাধারণ। সমস্ত নবী এবং প্রত্যেক মু’মিন এতে শামিল। অর্থ হল, তোমাকে গায়রুল্লাহর ভয় দেখানো হয়, কিন্তু আল্লাহ যখন তোমার সমর্থক ও সাহায্যকারী, তখন তোমার কেউ কিছুই করতে পারবে না। তোমার পক্ষ হতে তাদের মোকাবেলার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

(৮) যে এই ভ্রষ্টতা থেকে বের ক’রে হিদায়াতের রাস্তা ধরিয়ে দেবে।

(৯) যে তাকে এই হিদায়াত থেকে বের ক’রে ভ্রষ্টতার গর্তে নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ, হিদায়াত দান ও ভ্রষ্ট করা সবই আল্লাহর কাজ। তিনি যাকে চান ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দানে ধন্য করেন।

(১০) কেন নন, অবশ্যই। এই জন্য যে, যদি এই লোকেরা কুফ্‌রী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে, তবে তিনি অবশ্যই তাঁর বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে শিক্ষামূলক প্রতিফল ভোগ করাবেন।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ
بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ
الْمُتَوَكِّلُونَ(٣٨)

(৩৮) তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ‘আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন?’ ওরা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?’ বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।(১১) নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক’রে থাকে।’ (১২)

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ (٣٩)

(৩৯) বল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব-স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি।(১৩) অতঃপর শীঘ্রই জানতে পারবে--

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٤٠)

(৪০) কার ওপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসবে(১৪) এবং স্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে।’(১৫)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ (٤١)

(৪১) আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা নিজেরই কল্যাণের জন্য করে এবং যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর তুমি ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।(১৬)

اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى

(৪২) মৃত্যুর সময় আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন(১৭) এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে।(১৮) অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তিনি তার প্রাণ রেখে দেন(১৯) এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন।(২০)

---

(১১) কেউ কেউ বলেন যে, যখন নবী ﷺ উল্লিখিত প্রশ্ন তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন তারা বলল যে, সত্যিই তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোন জিনিসকে দূর করতে পারবে না, তবে তারা সুপারিশ করবে। এরই ভিত্তিতে এই অংশটুকু অবতীর্ণ হয়েছে যে, সমস্ত কার্যকলাপের ব্যাপারে আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

(১২) যখন সমস্ত কিছু তাঁরই এখতিয়ারে, তখন অন্যের উপর নির্ভর করায় লাভ কি? এই জন্য ঈমানদারেরা কেবল তাঁরই উপর নির্ভর ক’রে থাকে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপর তারা নির্ভর করে না, ভরসা ও আস্থা রাখে না।

(১৩) অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার এই তাওহীদের দাওয়াতকে কবুল না কর, যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তবে ঠিক আছে, তোমাদের ইচ্ছা। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আর আমিও এই অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছি, যার উপর আল্লাহ আমাকে রেখেছেন।

(১৪) যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সত্যের ওপর কারা আছে এবং বাতিলের ওপর কারা আছে? এ থেকে পার্থিব আযাব বুঝানো হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধে ঘটেছিল। এতে কাফেরদের মধ্য থেকে ৭০ জন লোক মারা গিয়েছিল এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। এমনকি মক্কা বিজয়ের পর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব মুসলিমরাই লাভ করেছিল। এর পর থেকে কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা বই কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

(১৫) এর অর্থ জাহান্নামের আযাব, যা কাফেররা চির দিনকার জন্য ভোগ করতে থাকবে।

(১৬) মক্কাবাসীদের কুফরীর উপর অটল থাকা নবী ﷺ-এর জন্য ছিল বড়ই কষ্টকর। তাই এই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমার দায়িত্ব কেবল এই কিতাবের কথা বর্ণনা করে দেওয়া, যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। তাদেরকে হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার নয়। যদি তারা হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে নেয়, তবে তাতে তাদেরই লাভ। আর যদি তা অবলম্বন না করে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে। وَكِيلٌ অর্থ, দায়িত্বপ্রাপ্ত, যিম্মেদার। অর্থাৎ, তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব তোমার উপর নেই। পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর এমন এক পরিপূর্ণ কুদরতের এবং বিস্ময়কর কর্মের কথা উল্লেখ করছেন, যা মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে। আর তা হল, যখন সে ঘুমিয়ে যায়, তখন তার আত্মা আল্লাহর নির্দেশে তার (দেহ) থেকে যেন বেরিয়েই যায়। কেননা, তখন তার অনুভূতি ও বোধশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যখন সে জেগে ওঠে, তখন আত্মাকে ঠিক যেন তার মধ্যে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। ফলে তার অনুভূতি পূর্বের ন্যায় ফিরে আসে। অবশ্য যার জীবনের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তার আত্মা আর ফিরে আসে না এবং সে মৃত্যুর হাতে ধরা খায়। এটাকেই মুফাস্সিরগণ ‘ওয়াফাতে কুবরা’ (বড় মৃত্যু) এবং ‘অফাতে সুগরা’ (ছোট মৃত্যু) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(১৭) এটা হল বড় মৃত্যু। এতে রূহকে ধরে নেওয়া হয়। আর ফিরে আসে না।

(১৮) অর্থাৎ, যার মৃত্যুর সময় এখনো আসেনি, নিদ্রাকালে তারও রূহ কবয ক’রে তাকে ছোট মৃত্যুতে পতিত করেন।

(১৯) এটা সেই বড় মৃত্যু, যার কথা এখনি আলোচনা হল। এতে রূহকে আর ছাড়া হয় না।

(২০) অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নির্ধারিত সময় আসে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মা আসা-যাওয়া করে। এটা হল ছোট মৃত্যু।

أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢)

এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।(২১)

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (٤٣)

(৪৩) তবে কি ওরা আল্লাহকে ছেড়ে (অন্যদেরকে) সুপারিশকারী স্থির করেছে? বল, ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না বুঝলেও কি?(২২)

قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤٤)

(৪৪) বল, ‘সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে,(২৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।’

وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(٤٥)

(৪৫) ‘আল্লাহ এক’ --এ কথা উল্লেখ করা হলে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়।(২৪) আর আল্লাহর পরিবর্তে (তাদের উপাস্যদের কথা) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।(২৫)

قُلْ اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٤٦)

(৪৬) বল, ‘আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা হে আল্লাহ! তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি সে বিষয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা ক’রে দেবে।’(২৬)

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ

(৪৭) যারা সীমালংঘন করেছে; যদি তাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তাহলে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ তা প্রদান করত।(২৭) তাদের সামনে আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশ

এই বিষয়টাই সূরা আনআমের ৬০-৬১নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। তবে সেখানে ছোট মৃত্যুর কথা প্রথমে এবং বড় মৃত্যুর কথা পরে বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে তার বিপরীত এসেছে।

(২১) অর্থাৎ, রূহকে ধরা ও ছাড়া এবং মরণ ও জীবনের ব্যাপারটা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বশক্তিমান এবং কিয়ামতের দিন তিনি মৃতদেরকে অবশ্যই জীবিত করবেন।

(২২) অর্থাৎ, সুপারিশ করার এখতিয়ার থাকা তো দূরের কথা, তারা তো সুপারিশের অর্থ যে কি, তা-ই বুঝে না। কেননা, তারা হল পাথর অথবা জ্ঞানশূন্য বস্তু।

(২৩) অর্থাৎ, সমস্ত ধরনের সুপারিশের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। অতএব কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত কেন করা হয় না, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং সুপারিশের জন্য কোন মাধ্যম খোঁজার প্রয়োজনই না পড়ে।

(২৪) অথবা কুফরী ও অহংকার করে অথবা তাদের মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, মুশরিকদেরকে যখন বলা হয় যে, উপাস্য কেবল একজনই, তখন তাদের মন তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না।

(২৫) তবে হ্যাঁ, যখন বলা হয় যে, অমুক অমুকরাও উপাস্য অথবা তারাও তো আল্লাহরই ওলীই বটে, তাদেরও কিছু এখতিয়ার আছে, তারাও বিপদাপদ দূর এবং প্রয়োজনাদি পূরণ করার সামর্থ্য রাখে, তখন মুশরিকরা বড়ই আনন্দিত হয়। সঠিক পথচ্যুত লোকদের এই অবস্থা আজও বিদ্যমান। যখন তাদেরকে বলা হয়, কেবল বল, ‘ইয়া আল্লাহ মদদ’ কারণ তিনি ছাড়া তো কেউ সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, তখন তারা চরম অসন্তুষ্ট হয়। এ বাক্য তাদের কাছে বড়ই অপছন্দনীয়। কিন্তু যদি বলা হয়, ‘ইয়া আলী মদদ’ অথবা ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ মদদ’ অনুরূপভাবে অন্যান্য মৃতদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় যেমন, যদি বলা হয়, ‘হে পীর আব্দুল ক্বাদের! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিন!’ তবে তাদের অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে। বস্তুতঃ এদেরও চিন্তা-চেতনা ওদেরই মতই।

(২৬) হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের শুরুতে এই দুআ পড়তেন, ((اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্য পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। *(মুসলিম, আবূ দাঊদ ৭৬৭, মিশকাত ১২১২নং)*

(২৭) তবুও তা গৃহীত হতো না। যেমন, অন্যত্র আরো পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ﴾ (آل عمـــران: ٩١) “যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ সোনাও তার পরিবর্তে দেওয়া হয়, তবুও তা কবুল করা হবে না।”

اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٧)

হবে, যা ওরা কল্পনাও করেনি।(২৮)

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٤٨)

(৪৮) ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে(২৯) এবং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা ওদেরকে পরিবেষ্টন করবে।(৩০)

فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٤٩)

(৪৯) মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে;(৩১) অতঃপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ প্রদান করি, তখন সে বলে, ‘আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি।’(৩২) বস্তুতঃ এ এক পরীক্ষা,(৩৩) কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না।(৩৪)

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٥٠)

(৫০) ওদের পূর্ববর্তীগণও তাই বলত, কিন্তু ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসেনি।(৩৫)

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥١)

(৫১) সুতরাং ওদের দুষ্কর্মের পাপরাশি ওদের উপর আপতিত হয়েছে।(৩৬) আর ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করে, তাদেরও দুষ্কর্মের পাপরাশি তাদের উপর আপতিত হবে এবং ওরা আল্লাহর শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না।(৩৭)

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي

(৫২) ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।(৩৮)

কারণ, (البقرة: ٤٨) ﴿وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ “সেখানে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।”

(২৮) অর্থাৎ, আযাবের কঠিনতা, ভয়াবহতা এবং তা এত প্রকারের হবে যে, তা হয়তো কোনদিন তাদের ধারণা ও কল্পনাতেও আসেনি। (অথবা যে সকল কাজ তারা ভালো মনে করে করেছিল তা তাদের সামনে আল্লাহর নিকট খারাপ রূপে প্রকাশ পাবে; যা ওরা কল্পনাও করেনি যে, তা আসলে খারাপ কাজ।)

(২৯) অর্থাৎ, দুনিয়ায় যেসব হারাম ও অন্যায় কার্যকলাপে তারা জড়িত ছিল, তার শাস্তি তাদের সামনে এসে যাবে।

(৩০) সেই আযাব তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, যাকে দুনিয়াতে তারা অসম্ভব মনে করত এবং যার কারণে সে (আযাবের) ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত।

(৩১) এখানে মানুষের উল্লেখ ‘জাতি’ হিসাবে করা হয়েছে। অর্থাৎ, অধিকাংশ মানুষেরই এই অবস্থা যে, যখন তারা রোগ, অভাব-অনটন অথবা অন্য কোন সমস্যার শিকার হয়, তখন তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তার সামনে কাকুতি-মিনতি করে।

(৩২) অর্থাৎ, নিয়ামত লাভ করার সাথে সাথেই অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতার পথ অবলম্বন ক’রে নেয় এবং বলে যে, এতে আল্লাহর আবার অনুগ্রহ কি? এ তো আমার পারদর্শিতার ফল। অথবা যে জ্ঞান ও দক্ষতা আমার রয়েছে, তারই মাধ্যমে এসব নিয়ামত অর্জিত হয়েছে। কিংবা আমি জানতাম যে, দুনিয়াতে এই সমস্ত জিনিস আমি পাব। কেননা, আল্লাহর নিকট আমার সম্মান অনেক।

(৩৩) অর্থাৎ, ব্যাপার তা নয়, যা তুমি মনে করছ অথবা বর্ণনা করছ। বরং এই নিয়ামতগুলো তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। এই দেখার জন্য যে, তুমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ, না অকৃতজ্ঞ হচ্ছ।

(৩৪) এই কথা যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবকাশ ও পরীক্ষা।

(৩৫) যেমন, কারূনও বলেছিল। কিন্তু পরিশেষে তাকেও তার ধন-ভান্ডার সহ যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। فَمَا أَغْنَى তে ما অক্ষরটি ‘ইস্তিফহামিয়া’ (জিজ্ঞাসাবাচক)ও হতে পারে এবং ‘নাফিয়া’ (নেতিবাচক)ও হতে পারে। আর উভয় অর্থই সঠিক।

(৩৬) ‘পাপরাশি’ বলতে এখানে তাদের পাপরাশির মন্দ ফল বা শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য রেখে পাপের মন্দ ফলকে পাপ বলা হয়েছে। যেমন, ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ তে বলা হয়েছে। তাছাড়া পাপের শাস্তি পাপ নয়।

(৩৭) এ হল মক্কার কাফেরদের জন্য হুঁশিয়ারি। আর হলও তাই। এরাও বিগত জাতির মত অনাবৃষ্টি, হত্যা এবং বন্দিদশা ইত্যাদির শিকার হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে আগত এই আযাবগুলোকে তারা রোধ করতে পারেনি।

(৩৮) অর্থাৎ, রুযীর প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার মধ্যেও আল্লাহর তাওহীদের দলীল বিদ্যমান। অর্থাৎ, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বজাহানে কেবল তাঁরই নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলে। তাঁরই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কার্যকর ও প্রভাবশীল। এই জন্য তিনি যাকে চান তাকে প্রচুর ধন দিয়ে ধন্য করেন এবং যাকে চান তাকে অভাব-অনটনে নাজেহাল করেন। তাঁর এই বিচার-বিবেচনায় -- যা তাঁর সুকৌশল ও ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত -- না কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে, আর না তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে। তবে এই নিদর্শনাবলী কেবল ঈমানদারদের জন্যই ফলপ্রসূ হয়। কেননা, তারাই এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ক’রে উপকৃত হয় এবং আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে।

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ (٥٣)

(৫৩) ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৩৯)

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (٥٤)

(৫৪) তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (٥٥)

(৫৫) তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর।(৪০)

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ
وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِرِينَ (٥٦)

(৫৬) যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি।(৪১) আর অবশ্যই আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের একজন ছিলাম।'

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (٥٧)

(৫৭) অথবা কেউ না বলে, 'আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'(৪২)

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنْ

(৫৮) অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাকেও বলতে না হয়, 'হায়! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে

---

(৩৯) এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর মহা ক্ষমাশীলতার কথা বর্ণনা করেছেন। إِسـرَاف 'ইসরাফ' অর্থ পাপের আধিক্য ও তার প্রাচুর্য। "আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না" এর অর্থ, ঈমান আনার পূর্বে অথবা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যতই গুনাহ করে থাক, মানুষ যেন এই মনে না করে যে, আমি তো অনেক বড় পাপী, আমাকে আল্লাহ কিভাবে ক্ষমা করবেন? বরং সত্য হৃদয়ে যদি ঈমান আনে বা নিষ্ঠার সাথে যদি তওবা করে, তবে মহান আল্লাহ সমস্ত পাপকে মাফ ক'রে দেবেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণিক ঘটনা থেকেও এই অর্থই সাব্যস্ত হয়। কিছু কাফের ও মুশরিক এমন ছিল, যারা প্রচুর হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। এরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আপনার দাওয়াত তো সঠিক, কিন্তু আমরা অনেক পাপের পাপী। যদি আমরা ঈমান আনি, তবে এই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে কি? এরই ভিত্তিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। *(সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা যুমার)* তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার আশায় খুব পাপ ক'রে যাও। তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাদির ব্যাপারে কোনই পরোয়া করো না এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও নিয়ম-নীতি নিষ্ঠুরতার সাথে লঙ্ঘন ক'রে যাও। এইভাবে তাঁর ক্রোধ ও প্রতিশোধকে আহবান জানিয়ে তাঁর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার আশা করা একেবারে বোকামি ও খামখেয়ালী। এটা হল নিম ফলের বীজ লাগিয়ে আঙ্গুর ফলের আশা রাখার মতই। এই ধরনের মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি যেমন তাঁর বান্দাদের জন্য غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তেমনি তিনি তাঁর অবাধ্যজনদের জন্য عَزِيْـــزٌ ذُو انْتِقَامٍ ও বটেন। তাই তো কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এই উভয় দিককে এক সাথেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয় আমিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হল অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। *(সূরা হিজ্‌র ৪৯-৫০ আয়াত)* সম্ভবতঃ এটাই কারণ যে, এখানে আয়াতের আরম্ভ يَا عِبَـــادِيْ (হে আমার বান্দাগণ!) দিয়ে হয়েছে। যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে অথবা সত্য হৃদয়ে তওবা ক'রে প্রকৃত অর্থে সে তাঁর বান্দা হয়ে যাবে, তার পাপ যদি সমুদ্রের ফেনা বরাবরও হয়, তবুও তা মাফ হয়ে যাবে। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যেমন, হাদীসে একশত মানুষের খুনীর তওবার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ঃ আম্বিয়া অধ্যায়, মুসলিম ঃ তওবা অধ্যায়)*

(৪০) অর্থাৎ, আযাব আসার পূর্বে তওবা এবং নেক আমলের প্রতি যত্নবান হয়ে যাও। কেননা, যখন আযাব আসবে, তখন তার কোন খবর তোমাদের থাকবে না এবং তোমরা টেরও পাবে না। এ থেকে পার্থিব আযাব বুঝানো হয়েছে।

(৪১) فِي جَنْبِ اللهِ এর অর্থ, আল্লাহর আনুগত্য। অর্থাৎ, কুরআন অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে শৈথিল্য। অথবা جَنْبٌ এর অর্থ, নিকট ও পাশে হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য (বা জান্নাত) কামনা করার ব্যাপারে শৈথিল্য করেছি।

(৪২) অর্থাৎ, যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করতেন, তবে আমি শির্ক এবং পাপাচার থেকে বেঁচে যেতাম। এটা ঠিক মুশরিকদের উক্তির মতই; যা অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে। ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ "যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আমরা শির্ক করতাম না।" *(সূরা আনআম ঃ ১৪৮)* তাদের এই কথা كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيْدَ بِهِ الْبَاطِلُ (কথা ভালো কিন্তু উদ্দেশ্য মন্দ)এর মতনই। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

الْمُحْسِنِينَ (٥٨)

আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।’

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ (٥٩)

(৫৯) (আল্লাহ বলবেন,) প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শনসমূহ তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে। আর তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।(৪৩)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠)

(৬০) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে।(৪৪) অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?(৪৫)

وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦١)

(৬১) আল্লাহ সাবধানীদেরকে তাদের সাফল্য সহ উদ্ধার করবেন;(৪৬) অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না।(৪৭)

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢)

(৬২) আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।(৪৮)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (٦٣)

(৬৩) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট।(৪৯) যারা আল্লাহর আয়াত (বাক্য)কে অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।(৫০)

قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤)

(৬৪) বল, ‘হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের ইবাদত (দাসত্ব) করতে বলছ?’(৫১)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ (٦٥)

(৬৫) তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত।(৫২)

---

(৪৩) এটা মহান আল্লাহ তাদের বাসনামূলক উক্তির উত্তরে বলবেন।

(৪৪) কালো হওয়ার কারণ হবে, আযাবের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর ক্রোধের প্রত্যক্ষ দর্শন।

(৪৫) হাদীসে এসেছে যে, ((اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) “অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তাচ্ছিল্য করা।” এখানে ‘ইস্তিফহাম’ (প্রশ্ন) তাক্বরীরী (স্বীকৃতিমূলক; যার অর্থ হয় সাব্যস্ত করা)। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে যে অহংকার প্রদর্শন করে, তার ঠিকানা হল জাহান্নাম।

(৪৬) مَفَازَةٌ শব্দটি হল ‘মাসদার মীমী’ (ক্রিয়ামূল)। অর্থাৎ, فَوْزٌ (সাফল্য) হল, অকল্যাণ থেকে বেঁচে যাওয়া এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আল্লাহভীরুদেরকে সেই সফলতা ও সৌভাগ্যের কারণে মুক্তি দেবেন, যা পূর্ব থেকেই তাঁর নিকটে তাদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে আছে।

(৪৭) তারা দুনিয়াতে যা কিছু ছেড়ে এসেছে, তার জন্য তাদের কোন দুঃখ হবে না। আর যেহেতু তারা কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে সুরক্ষিত থাকবে, তাই তারা কোন ব্যাপারে চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না।

(৪৮) অর্থাৎ, প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টাও তিনি এবং মালিকও তিনিই। তিনি যেভাবে চান, পরিচালনা করেন। প্রতিটি জিনিস তাঁর আয়ত্তে ও তাঁর পরিচালনার অধীনে বন্দী। কারো অবাধ্যতা করার অথবা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। وكيل (উকীল) অর্থ, দায়িত্বপ্রাপ্ত, কর্মবিধায়ক। প্রতিটি জিনিসই তাঁরই অধীনে এবং তিনি কারো অংশীদারী ছাড়াই সমস্ত কিছুর হেফাযত ও পরিচালনা করেন।

(৪৯) مَقَالِيْدُ হল, مِقْلَدٌ এবং مِقْلَادٌ এর বহুবচন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কেউ এর অর্থ করেছেন, চাবিসমূহ। আবার কেউ এর অর্থ করেছেন, ধন-ভান্ডার। উভয় অর্থের উদ্দেশ্য একই। সমস্ত কার্যকলাপের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে।

(৫০) অর্থাৎ, পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, এই কুফ্রীর কারণে তারা জাহান্নামে যাবে।

(৫১) এ কথা কাফেরদের সেই আহবানের জওয়াবে বলা হচ্ছে, যাতে তারা ইসলামের পয়গম্বর মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলত যে, তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম অবলম্বন ক’রে নাও, আর তাতে মূর্তিপূজাও ছিল।

(৫২) “যদি তুমি শির্ক (আল্লাহর অংশী স্থির) কর” এর অর্থ হল, যদি তোমার মৃত্যু শির্কের উপরেই আসে এবং তা থেকে তওবা না কর। সম্বোধন নবী করীম ﷺ-কে করা হয়েছে, যিনি ছিলেন শির্ক থেকে পাক ও পবিত্র এবং আগামীতে যে তাঁর দ্বারা শির্ক হবে না, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা ছিল। কেননা, নবী আল্লাহর হিফাযত ও তাঁর সংরক্ষণে থাকেন। তাঁর দ্বারা শির্ক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরোক্ষভাবে উম্মতকে বুঝানো, (যদিও সম্বোধন নবীকে করা হয়েছে)।

بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)

(৬৬) বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত (দাসত্ব) কর(৫৩) এবং কৃতজ্ঞদের দলভুক্ত হও।

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧)

(৬৭) ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি।(৫৪) কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো।(৫৫) পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে, তিনি তার ঊর্ধ্বে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (٦٨)

(৬৮) সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে;(৫৬) তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়।(৫৭) অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন ওরা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।(৫৮)

وَأَشْرَقَتْ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ

(৬৯) বিশ্ব-প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে বিশ্ব,(৫৯) আমলনামা উপস্থিত করা হবে এবং নবীগণ ও সাক্ষীদেরকে আনয়ন করা হবে(৬০) এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও

---

(৫৩) إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মতই এখানেও 'মাফউল' (কর্মপদ, আল্লাহ) কে পূর্বে উল্লেখ করে 'হাস্‌র' (নির্দিষ্টীকরণের) এর অর্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর।

(৫৪) কেননা, তাঁর কথাও মানেনি, যা তিনি নবীদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং ইবাদতকেও কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেনি, বরং অন্যকেও তাতে শরীক করেছিল। হাদীসে এসেছে যে, "এক ইয়াহুদী পন্ডিত নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে (কিতাবে) এই কথা পাই যে, তিনি (কিয়ামতের দিন) আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, যমীনসমূহকে আর এক আঙ্গুলে, গাছ-পালাকে এক আঙ্গুলে, পানি ও স্থলকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলকে এক আঙ্গুলে ধারণ ক'রে বলবেন, আমিই সম্রাট।" নবী ﷺ মুচকি হেসে তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং وَمَا قَدَرُوْا اللهَ আয়াতটি তেলাঅত করলেন। *(সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা যুমার)* মুহাদ্দিসীন ও সলফদের আক্বীদা হল, আল্লাহর যেসব গুণাবলী কুরআনে এবং সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, (যেমন, এই আয়াতে হাতের এবং হাদীসে তাঁর আঙ্গুলের কথা প্রমাণিত) সেগুলোর উপর কোন ধরন-গঠন নির্ণয়, সাদৃশ্য আরোপ এবং অপব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা ছাড়াই ঈমান অত্যাবশ্যক। কাজেই এখানে বর্ণিত প্রকৃতত্বকে কেবল প্রবলতা ও শক্তিমত্তার অর্থে গ্রহণ করা সঠিক নয়।

(৫৫) এ ব্যাপারেও হাদীসে এসেছে যে, অতঃপর মহান আল্লাহ বলবেন, ((أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوْكُ الأَرضِ)) "আমিই বাদশাহ, পৃথিবীর বাদশাহরা আজ কোথায়? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৫২২নং)*

(৫৬) কারো কারো নিকট (অকস্মাৎ প্রথম ফুঁকের পর) এটা হবে দ্বিতীয় ফুঁক। অর্থাৎ, এটা হবে বেহুঁশ হওয়ার ফুঁক। যার ফলে সবারই মৃত্যু হয়ে যাবে। কারো কারো নিকট এ ফুঁকই প্রথম ফুঁক। এর ফলেই প্রথমতঃ সকলে কঠিন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং পরে সবারই মৃত্যু হয়ে যাবে। কেউ কেউ এই ফুঁকগুলোর পর্যায়ক্রম এইভাবে বর্ণনা করেছেন; প্রথম ঃ نَفْخَةُ الْفَنَاءْ (ধ্বংসের ফুঁক), দ্বিতীয় ঃ نَفْخَةُ الْبَعْثِ (পুনরুত্থানের ফুঁক), তৃতীয় نَفْخَةُ الصَّعْقِ (বেহুঁশ হওয়ার ফুঁক) এবং চতুর্থ, نَفْخَةُ الْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ফুঁক)। *(আয়সারুত্ তাফাসীর)* আবার কারো কারো মতে ফুঁক কেবল দুটোই; نَفْخَةُ المَوتُ (মৃত্যুর ফুঁক) এবং نَفْخَةُ الْبَعْثِ (পুনরুত্থানের ফুঁক)। আবার কারো কারো নিকট ফুঁক তিনটি হবে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(৫৭) অর্থাৎ, যার জন্য আল্লাহ চাইবেন তার মৃত্যু আসবে না। যেমন তারা হলেন জিবরীল, মীকাঈল, এবং ইস্রাফীল (আলাইহিমুস্ সালাম)। কেউ কেউ (বেহেশ্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত) রিযওয়ান ফিরিশ্তা, حَمَلَةُ الْعَرْشِ (আরশ উত্তোলনকারী ফিরিশ্তা) এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দারোগার কথাও বলেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৫৮) যাঁরা চার ফুঁকের কথা বলেছেন, তাদের কাছে এটা হবে চতুর্থ ফুঁক, যাঁরা তিন ফুঁকের কথা বলেছেন, তাদের কাছে এটা হবে তৃতীয় ফুঁক এবং যাঁরা দু'টি ফুঁকের কথা বলেছেন, তাদের কাছে এটা হবে দ্বিতীয় ফুঁক।

(৫৯) এই জ্যোতি বা নূর থেকে কেউ সুবিচার এবং নির্দেশ অর্থ নিয়েছেন। তবে এ থেকে প্রকৃত অর্থ নেওয়াতে কোন বাধা নেই। কেননা, আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৬০) নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা আমার বার্তা তোমাদের উম্মতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে? অথবা জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের উম্মত তোমাদের দাওয়াতের কি উত্তর দিয়েছিল? তা গ্রহণ করেছিল, না প্রত্যাখ্যান করেছিল? উম্মতে মুহাম্মাদীকে সাক্ষীস্বরূপ আনা হবে। সুতরাং তারা সাক্ষ্য দেবে যে, তোমার নবীগণ তোমার পয়গাম স্ব-স্ব জাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর তুমিই তোমার কুরআনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছ।

بِـالنَّبِيِّينَ وَالشُّـهَدَاءِ وَقُضِيَ- بَيْـنَهُمْ بِـالْحَقِّ وَهُـمْ لا يُظْلَمُونَ (٦٩)

তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।(৬১)

وَوُفِّيَـتْ كُـلُّ نَفْـسٍ مَـا عَمِلَـتْ وَهُـوَ أَعْلَـمُ بِـمَا يَفْعَلُونَ(٧٠)

(৭০) প্রত্যেকের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।(৬২)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـذَا قَـالُوا بَـلَى وَلَكِـنْ حَقَّـتْ كَلِمَـةُ الْعَـذَابِ عَـلَى الْكَافِرِينَ (٧١)

(৭১) সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।(৬৩) যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার দরজা খুলে দেওয়া হবে(৬৪) এবং জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রসূল আসেনি; যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।(৬৫) কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তির বাক্য বাস্তবায়িত হয়েছে।'(৬৬)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢)

(৭২) ওদেরকে বলা হবে, জাহান্নামে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য তোমরা ওতে প্রবেশ কর। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

وَسِـيقَ الَّـذِينَ اتَّقَـوْا رَبَّهُـمْ إِلَى الْجَنَّـةِ زُمَـراً حَتَّـى إِذَا

(৭৩) আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।(৬৭) যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে(৬৮)

---

(৬১) অর্থাৎ, কারো প্রাপ্য নেকী-সওয়াবে কোন প্রকার কম করা হবে না এবং কাউকে তার অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না।

(৬২) অর্থাৎ, তাঁর কোন লেখক, হিসাবরক্ষক এবং সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এই আমলনামা এবং সাক্ষী কেবল হুজ্জত কায়েম এবং ওজর-বাহানা দূর করার জন্য হবে।

(৬৩) زُمَـرٌ এর উৎপত্তি হল زَمْـرٌ থেকে। অর্থ হল, শব্দ। প্রত্যেক দল বা জামাআতে শোরগোল অবশ্যই হয়, এই জন্য এটা জামাআত ও দল অর্থেও ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, কাফেরদেরকে দল আকারে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। একটি দলের পিছনে থাকবে আর একটি দল। তাছাড়া তাদেরকে মারতে মারতে ও ধাক্কা দিতে দিতে পশুর পালের মত হাঁকিয়ে-ডাকিয়ে-তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّـا﴾ অর্থাৎ, সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। *(সূরা তূর ১৩ আয়াত) প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শব্দ থেকেই সূরাটির নামকরণ হয়েছে।*

(৬৪) অর্থাৎ, তাদের পৌঁছনোর সাথে সাথেই জাহান্নামের সাতটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যাতে শাস্তিদানে কোন প্রকার বিলম্ব না হয়।

(৬৫) অর্থাৎ, যেভাবে দুনিয়াতে তর্ক-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া-ঝাঁটি করত, সেখানে কিন্তু সব কিছু চোখের সামনে এসে যাওয়ার পর তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাঁটির কোন অবকাশ থাকবে না। ফলে স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

(৬৬) অর্থাৎ, আমরা নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান এবং তাঁদের বিরোধিতা করেছি, সেই দুর্ভাগ্যের কারণে যার আমরা উপযুক্ত ছিলাম। আমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাতিলকে গ্রহণ করেছিলাম। এই বিষয়টাকে সূরা মুলকের ৮-১০নং আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৬৭) ঈমানদার ও আল্লাহভীরুদেরকেও দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথমে 'মুক্বার্রাবীন' (নৈকট্যপ্রাপ্ত দল), তারপর 'আবরার' (সৎলোকদের দল), এইভাবে মর্যাদাক্রমে প্রত্যেক দল তার সমমানের দলের সাথে শামিল থাকবে। যেমন, নবীরা নবীদের সাথে, সত্যবাদীরা সত্যবাদীদের সাথে, শহীদরা শহীদদের সাথে এবং আলেমরা আলেমদের সাথে। অর্থাৎ, প্রত্যেক দল তারই ন্যায় দলের বা তার সমমানের দলের সাথে থাকবে।

(৬৮) হাদীসে এসেছে, "জান্নাতের আটটি দরজা। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। এই দরজা দিয়ে কেবল রোযাদাররা প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ২২৫৭, মুসলিম ৮০৮-নং)* এইভাবে অন্যান্য দরজারও নাম থাকবে। যেমন, বাবুস্ স্বলাত (নামাযের দরজা)। বাবুস্ স্বাদাক্বাহ (সাদকার দরজা)। বাবুল জিহাদ (জিহাদের দরজা) প্রভৃতি। *(বুখারী ঃ রোযা অধ্যায়, মুসলিম ঃ যাকাত অধ্যায়)* প্রত্যেক দরজা চল্লিশ বছরের পথ সমতুল্য চওড়া হবে। তা সত্ত্বেও তা পরিপূর্ণ থাকবে। *(মুসলিম ঃ যুহ্‌দ অধ্যায়)* সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাতকারী হবেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ। *(মুসলিম, ঈমান অধ্যায়)* জান্নাতে সর্বপ্রথম আগমনকারী দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত এবং দ্বিতীয় দলটির মুখমন্ডল আসমানে দীপ্যমান নক্ষত্রের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল

جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣)

এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।’

وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤)

(৭৪) তারা (প্রবেশ ক’রে) বলবে, ‘প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!’

وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥)

(৭৫) তুমি ফিরিশ্তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চারিপাশ ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।(৬৯) ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; আর বলা হবে, ‘সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।’(৭০)

সূরা-মু’মিন (গাফির)(৭১)

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নংঃ ৪০, আয়াত সংখ্যাঃ ৮৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

حم (١)

(১) হা, মীম।

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢)

(২) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ(৭২) আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে--(৭৩)

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ

(৩) যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী,(৭৪) কঠোর শাস্তিদাতা,(৭৫) অনুগ্রাহী।(৭৬) তিনি ব্যতীত (সত্যিকার) কোন

নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। জান্নাতে তারা প্রস্রাব-পায়খানা এবং থুতু-শ্লেষ্মা হতে পাক ও পবিত্র হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের আর তাদের ঘর্ম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে সুগন্ধিময় আগর-কাঠ হবে। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ হবে তাদের স্ত্রী। তাদের উচ্চতা হবে আদম ﷺ-এর মত ষাট হাত। *(বুখারী)* সহীহ বুখারীর অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেকটি মু’মিন দু’টি ক’রে হুর পাবে। তারা এত রূপসী ও সুন্দরী হবে যে, (স্বচ্ছ সৌন্দর্যের কারণে) তাদের মাংসপিন্ডের ভেতর থেকে পায়ের নলাস্থিত মজ্জাও দেখা যাবে।” *(বুখারী ঃ সৃষ্টির শুরু অধ্যায়)* কেউ কেউ বলেছেন, এই দু’টি স্ত্রী হুর ছাড়া দুনিয়ার মহিলাদের মধ্য থেকে হবে। তবে যেহেতু (শহীদ ছাড়া সাধারণ লোকের জন্য) ৭২টি হুর পাওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়, তাই বাহ্যিকভাবে এটাই সঠিক মনে হচ্ছে যে, প্রত্যেক জান্নাতী হুর সহ দু’টি ক’রে স্ত্রী পাবে। আবার ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (জান্নাতীরা জান্নাতে যা আশা করবে তাই পাবে) অনুসারে বেশী পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। *(অতিরিক্ত জানার জন্য ফাতহুল বারীর উল্লিখিত অধ্যায় দ্রষ্টব্যঃ)*

(৬৯) আল্লাহর বিচার-ফায়সালার পর ঈমানদাররা জান্নাতে এবং কাফের ও মুশরিকরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পরের চিত্র আয়াতে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর আরশকে পরিবেষ্টিত রাখা অবস্থায় তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা ও গুণবর্ণনায় ব্যস্ত থাকবেন।

(৭০) এখানে প্রশংসার সম্পর্ক কোন এক সৃষ্টির সাথে জোড়া হয়নি, যা থেকে জানা যায় যে, প্রতিটি জিনিস (কথা বলতে সক্ষম ও অক্ষম)এর মুখে থাকবে আল্লাহর হাম্‌দের সুর।

(৭১) এই সূরাটিকে সূরা গাফির এবং সূরা ‘ত্বাওল’ও বলা হয়। যেহেতু শুরুতে উক্ত শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

(৭২) তিনি পরাক্রমশালী ঃ তাঁর শক্তি ও প্রতাপের সামনে কেউ লেজ হিলাতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ ঃ তাঁর নিকটে অণুপরিমাণ কোন বস্তুও গুপ্ত নয়; যদিও তা অতি মোটা কোন পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

(৭৩) تَنْزِيْلٌ হল مُنَزَّلٌ এর অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই।

(৭৪) বিগত পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং ভবিষ্যতে হতে পারে এমন ভুল-ত্রুটির জন্য তওবা কবুলকারী। অথবা তাঁর বন্ধুদের জন্য ক্ষমাকারী এবং মুশরিক ও কাফেররা যদি তওবা করে, তবে তাদের জন্য তা কবুলকারী।

(৭৫) কঠোর শাস্তিদাতা তাদের জন্য, যারা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনের পথ অবলম্বন করেছে। এটা আল্লাহর এই কথার মতই, ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ “তুমি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং এটাও যে, আমার শাস্তি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” *(সূরা হিজ্‌র ৪৯-৫০)* কুরআন কারীমে বেশীরভাগ স্থানে এই উভয় গুণ পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মানুষ ভয় ও আশার মধ্যে থাকে। কেননা, শুধু ভয় মানুষকে আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা লাভ হতে নিরাশ ক’রে দিতে

لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣)

উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ
تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (٤)

(৪) কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে,(৭৭) সুতরাং দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।(৭৮)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ
وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥)

(৫) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল(৭৯) এবং ওরা সত্যকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল,(৮০) ফলে আমি ওদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি! (৮১)

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ (٦)

(৬) এভাবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হল; নিশ্চয় এরা জাহান্নামী।(৮২)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧)

(৭) যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।(৮৩)

পারে। আর কেবল আশা মানুষকে পাপকাজে উৎসাহিত করতে পারে।

(৭৬) طَوْلٌ এর অর্থ, সচ্ছলতা, ধনবত্তা। অর্থাৎ, তিনিই সচ্ছলতা ও ধনবত্তা দানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, পুরস্কার ও অনুগ্রহ। অর্থাৎ, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে পুরস্কৃত ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

(৭৭) এই বিতর্ক থেকে অবৈধ ও বাতিল বিতর্ক বুঝানো হয়েছে। যে বিতর্কের উদ্দেশ্য হয় সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা এবং তা খন্ডন ও ভুল প্রমাণিত করতে চেষ্টা করা। নচেৎ, যে তর্ক-বিতর্কের উদ্দেশ্য হয় সত্য স্পষ্ট করা, বাতিল খন্ডন করা এবং অস্বীকারকারী ও অভিযোগ উপস্থাপনকারীদের সংশয়-সন্দেহ নিরসন করা, সে বিতর্ক নিন্দিত নয়, বরং তা প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয় কর্ম। এমন কি উলামাগণকে এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ﴾ "তোমরা তা মানুষের নিকট অবশ্যই বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।" *(সূরা আলে ইমরান ১৮৭ আয়াত)* আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের দলীলসমূহ ও প্রমাণাদিকে গোপন করা এত বড় অপরাধ যে, তার উপর বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস অভিসম্পাত করে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)* তাদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক কর। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

(৭৮) অর্থাৎ, এই কাফের ও মুশরিকরা যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তার জন্য যে তারা বিভিন্ন শহরে যাতায়াত ক'রে প্রচুর লাভ অর্জন করে, কিন্তু এরা নিজেদের কুফরীর কারণে অতি সত্বর আল্লাহর কাছে ধরা খাবে। এদেরকে অবকাশ অবশ্য দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এইভাবে বৃথা ছেড়ে দেওয়া হবে না।

(৭৯) যাতে তাঁকে বন্দী অথবা হত্যা করে কিংবা শাস্তি দেয়।

(৮০) অর্থাৎ, তাদের রসূলদের সাথে তারা ঝগড়া করেছিল। যাতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সত্য কথার দোষ বের করা এবং তাকে দুর্বল ক'রে দেওয়া।

(৮১) সুতরাং আমি বাতিলের ঐ সমর্থকদেরকে আমার আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। অতএব তোমরা দেখে নাও, তাদের উপর আমার আযাব কিভাবে এসেছিল এবং কিভাবে তাদেরকে ভুল অক্ষর মুছার মত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হল বা উপদেশের প্রতীক বানিয়ে দেওয়া হল।

(৮২) এ থেকে উদ্দেশ্য হল এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, যেভাবে বিগত জাতির প্রতি তোমার প্রতিপালকের আযাব সুসাব্যস্ত হয়েছে এবং তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়েছে, মক্কার এই কাফেররাও যদি তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা ও তোমার বিরোধিতা করা থেকে ফিরে না আসে এবং মিথ্যা তর্ক ত্যাগ না করে, তবে এরাও তাদের মত আল্লাহর আযাব দ্বারা পাকড়াও হবে এবং এদের রক্ষাকারী কেউ থাকবে না।

(৮৩) এখানে নিকটতম ফিরিশ্তাদের একটি বিশেষ দল এবং তাঁদের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দলটি সেই ফিরিশ্তাদের, যাঁরা আল্লাহর আরশ তুলে ধরে আছেন এবং তাঁদের, যাঁরা তার চারিপাশে আছেন। এঁদের একটি কাজ হল, এঁরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন। অর্থাৎ, তাঁকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন, তাঁর পরিপূর্ণতা ও গুণাবলীকে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর সামনে অসহায়তা ও বিনয় (অর্থাৎ ঈমান) প্রকাশ করেন। এঁদের দ্বিতীয় কাজ হল, এঁরা ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা হয় যে, আরশ বহনকারী ফিরিশ্তার সংখ্যা হল চার। কিন্তু

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨)

(৮) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ (এবং তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে তাদেরকেও (জান্নাত প্রবেশের অধিকার দাও)।(৮৪) নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَقِهِمْ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩)

(৯) এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর।(৮৫) সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তাকে তো দয়াই করবে। আর এটিই তো মহাসাফল্য।' (৮৬)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (١٠)

(১০) অবিশ্বাসীদেরকে উচ্চকণ্ঠে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষোভ ছিল অধিক; যখন তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছিল এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।' (৮৭)

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (١١)

(১১) ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার আমাদেরকে জীবিত করেছ।(৮৮) আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।(৮৯) এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলবে কি?' (৯০)

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ

(১২) ওদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা

কিয়ামতের দিন তাঁদের সংখ্যা হবে আট। *(ইবনে কাসীর)*

(৮৪) অর্থাৎ, এদের সকলকে জান্নাতের একই জায়গায় স্থান দাও; যাতে একে অপরকে দেখে তাদের চক্ষু শীতল হয়। এই বিষয়কে অন্যত্র আল্লাহ পাক এইভাবে বর্ণনা করেছেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ "যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত ক'রে দেব এবং তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না।" *(সূরা তূর ঃ ২১)* অর্থাৎ, সকলকে জান্নাতে এমনভাবে একত্রিত করে দেবেন যে, নিম্নমানের জান্নাতীকেও উচ্চ মান দান করবেন। এ রকম করবেন না যে, উচ্চ মান কম ক'রে নিম্নমানে নিয়ে আসবেন। বরং নিম্নমানের জান্নাতীকে উচ্চ মান দান করবেন এবং তার আমলের ঘাটতিকেও স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা পূরণ ক'রে দেবেন।

(৮৫) سَيِّئَات (পাপরাশি) বলতে এখানে তার শাস্তি বুঝানো হয়েছে। অথবা جَزَاء শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, তাদেরকে পাপরাশির (শাস্তি) থেকে, অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নাও।

(৮৬) অর্থাৎ, আখেরাতের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা। কারণ, এর মত আর কোন সফলতা নেই এবং এর তুলনায় আর কোন মুক্তি নেই। এই আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের জন্য রয়েছে দু'টি মহা সুসংবাদ। একটি হল, ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য তাদের অদৃশ্যে দুআ করেন (যার বড় ফযীলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।)। দ্বিতীয়টি হল, ঈমানদারদের পরিবারের লোকেরা জান্নাতে এক সাথে বাস করবে। جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الَّذِيْنَ يُلْحِقُهُمُ اللهُ بِآبَائِهِمُ الصَّالِحِيْنَ.

(৮৭) مَقْتٌ চরম অসন্তুষ্টিকে বলা হয়। কাফেররা যখন নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে দেখবে, তখন তারা নিজেদের উপর চরম অসন্তুষ্ট ও ক্ষোভিত হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, দুনিয়াতে যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হত এবং তোমরা তা অস্বীকার করতে, তখন মহান আল্লাহ এর থেকেও অনেক বেশী তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হতেন, যেমন আজ তোমরা নিজেদের উপর হচ্ছ। আর তোমাদের আজ জাহান্নামে যাওয়াও আল্লাহর সেই অসন্তুষ্টির ফল।

(৮৮) অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম মৃত্যু হল সেই বীর্য, যা পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকে। অর্থাৎ, অস্তিত্বের পূর্বে তার অস্তিত্বহীনতাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল ঐ মৃত্যু, যা মানুষ তার জীবন অতিবাহিত করার পর বরণ করে এবং যার পর সে কবরে দাফন হয়। আর দু'টি জীবন বলতে, একটি হল এই পার্থিব জীবন, যার আরম্ভ হয় জন্ম থেকে এবং শেষ হয় মৃত্যুর উপর। আর দ্বিতীয় জীবন হল, সেই জীবন, যা কিয়ামতের দিন কবর থেকে ওঠার পর লাভ করবে। এই দু'টি মৃত্যু ও দু'টি জীবনের উল্লেখ সূরা বাক্বারার ২৮ ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ আয়াতেও করা হয়েছে।

(৮৯) অর্থাৎ, জাহান্নামে স্বীকার করবে, যেখানে স্বীকার করার কোন ফল হবে না এবং সেখানে অনুতপ্ত হবে, যেখানে অনুতপ্ত হওয়ার কোনই মূল্য থাকবে না।

(৯০) এটা তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল এই আশা যে, আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হোক, যাতে আমরা বহু নেকী অর্জন ক'রে নিয়ে আসি।

تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢)

(তাঁকে) অস্বীকার করতে। আর তাঁর শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে।(৯১) সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।'(৯২)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (١٣)

(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য রুযী প্রেরণ করেন;(৯৩) আর (আল্লাহর)(৯৪) অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে।

فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(١٤)

(১৪) সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক, যদিও অবিশ্বাসিগণ এ অপছন্দ করে।(৯৫)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِي (١٥)

(১৫) তিনি সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন,(৯৬) যাতে সে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنْ
الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦)

(১৬) যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে(৯৭) সেদিন আল্লাহর নিকট ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। (বলা হবে,) আজ কর্তৃত্ব কার?(৯৮) এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।(৯৯)

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧)

(১৭) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।(১০০)

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ

(১৮) ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও,(১০১) যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে।(১০২) সীমালংঘনকারীদের

---

(৯১) এখানে তাদের জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর তাওহীদের অস্বীকারকারী ছিলে এবং শির্ক ছিল তোমাদের বাঞ্ছনীয় জিনিস। কাজেই এখন জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কিছুই নেই।

(৯২) সেই এক আল্লাহরই নির্দেশ যে, এখন তোমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব এবং তা থেকে বের হওয়ার কোন পথ নেই।

(৯৩) অর্থাৎ, পানি; যা তোমাদের রুযীর উপকরণ। এখানে মহান আল্লাহ একত্রে নিদর্শনাবলীর প্রকাশ ও রুযী অবতরণের কথা পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। কেননা, মহাশক্তির নিদর্শনাবলীর প্রকাশে রয়েছে দ্বীনের বুনিয়াদ এবং রুযী হল দেহের বুনিয়াদ। এইভাবে এখানে উভয় বুনিয়াদকেই একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৯৪) আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অভিমুখী, যার দ্বারা তাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর বিধি-বিধান ও তাঁর ফরয কার্যাদি পালনে যত্নবান হয়।

(৯৫) অর্থাৎ, যখন সবকিছু এক আল্লাহই করেন, তখন কাফেরদের নিকট যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন, কেবলমাত্র সেই এক আল্লাহকেই ডাক তাঁর জন্য ইবাদত ও আনুগত্যকে নিষ্ঠাপূর্ণ ক'রে।

(৯৬) رُوْحٌ থেকে 'অহী' বুঝানো হয়েছে; যা বান্দার মধ্য থেকে কাউকে রিসালাতের জন্য নির্বাচন ক'রে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেন। অহীকে 'রূহ' বলে এই জন্য আখ্যায়িত করেছেন যে, যেভাবে মানব জীবনের বিদ্যমানতা ও সুস্থতার মূল রহস্য এই রূহের মধ্যে নিহিত, অনুরূপ অহীর মাধ্যমে মানুষের অন্তঃকরণে জীবন-প্রবাহ সৃষ্টি হয়; যা কুফরী ও শির্কের কারণে মৃত হয়ে থাকে।

(৯৭) অর্থাৎ, জীবিত হয়ে কবরসমূহ থেকে বের হয়ে দন্ডায়মান হবে।

(৯৮) এ কথা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, যখন সমস্ত মানুষ হাশরের ময়দানে তাঁর সামনে একত্রিত হবে। "আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে এবং আকাশমন্ডলীকে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। পৃথিবীর বাদশাহরা আজ কোথায়?" *(সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা যুমার)*

(৯৯) যখন কেউ কিছুই বলবে না, তখন এই উত্তর আল্লাহ তাআলা নিজেই দেবেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে একজন ফিরিশ্তা ঘোষণা দেবেন এবং তাঁর সাথে সাথে সমস্ত কাফের ও মুসলিম সম্মিলিত কণ্ঠে এই উত্তরই দেবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১০০) এই জন্য যে, বান্দাদের মত তাঁর চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই।

(১০১) آزِفَةٌ শব্দের অর্থ হল অতি নিকটে (সত্বর) আগমনকারী। এটা কিয়ামতের একটি নাম। কারণ, কিয়ামতেরও অতি নিকটে (সত্বর) আগমন ঘটবে।

(১০২) অর্থাৎ, সেই দিন ভয়ে অন্তর তার নিজ স্থান থেকে সরে যাবে! كَاظِمِيْنَ দুঃখ-কষ্টে অথবা কাঁদতে কাঁদতে কিংবা নীরব অবস্থায়। এর তিনটি অর্থই করা হয়েছে।

كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ (١٨)

জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩)

(১৯) চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।(১০৩)

وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا
يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢٠)

(২০) আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়সালা করেন, আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে আহবান করে, তারা কিছুরই ফায়সালা করে না।(১০৪) নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الأَرْضِ
فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ (٢١)

(২১) এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে অধিকতর প্রবল। অতঃপর আল্লাহ ওদের অপরাধের জন্য ওদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর শাস্তি হতে ওদেরকে রক্ষাকারী কেউ ছিল না।(১০৫)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا
فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢)

(২২) এ এজন্য যে, ওদের নিকট ওদের রসূলগণ নিদর্শনাবলী সহ আসার পর ওরা (তাদেরকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল।(১০৬) ফলে আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣)

(২৩) আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণ সহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম,(১০৭)

إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ

(২৪) ফিরআউন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু ওরা বলেছিল, ‘এ তো এক ভন্ড যাদুকর।’(১০৮)

---

(১০৩) এতে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। তিনি সকল বস্তুরই জ্ঞান রাখেন; তাতে তা ছোট হোক বা বড়, সূক্ষ্ম হোক বা স্থুল, উচ্চ মানের হোক কিংবা তুচ্ছ। এই জন্য যখন আল্লাহর জ্ঞানের ও তাঁর (সবকিছুকে) পরিবেষ্টন ক'রে রাখার অবস্থা হল এই, তখন মানুষের উচিত তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের অন্তরে প্রকৃতার্থে তাঁর ভয় সৃষ্টি করা। চোখের খিয়ানত হল, আড়চোখে দেখা। পথ চলার সময় কোন সুন্দরী মহিলাকে চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখা। সেই কল্পনা ও চিন্তা ইত্যাদিও ‘বুকে যা গোপন আছে’ তার আওতাভুক্ত, যা মানুষের অন্তরে জন্ম নেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো কল্পনাই থাকে অর্থাৎ, মুহূর্তে আসে আবার চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য কোন ধরপাকড় হবে না। কিন্তু যখন তা দৃঢ় পরিকল্পনার আকার ধারণ করবে, তখন তার ধরপাকড় হতে পারে, যদিও মানুষ সে অনুযায়ী আমল করার সুযোগ না-ও পায় (তবুও)।

(১০৪) কারণ, তারা না কোন কিছুর জ্ঞান রাখে, আর না কোন কিছুর উপর ক্ষমতা। তারা বেখবর ও এখতিয়ারহীনও। অথচ ফায়সালার জন্য জ্ঞান ও এখতিয়ার উভয় জিনিসই অত্যাবশ্যক। আর উভয় গুণের একমাত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ। ফলে ফায়সালা করার অধিকার কেবল তাঁরই এবং তিনি অবশ্যই ন্যায় বিচার করবেন। কেননা, তিনি না কাউকে ভয় করেন, আর না আছে তাঁর কোন লোভ-লালসা।

(১০৫) পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আখেরাতের অবস্থার বর্ণনা ছিল। এখন দুনিয়ার অবস্থা উল্লেখ ক'রে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, এরা একটু যমীনে ঘুরে-ফিরে সেই জাতিসমূহের পরিণাম দেখুক, যাদেরকে এদের পূর্বে মিথ্যা ভাবার অপরাধে ধ্বংস করা হয়েছে। এরাও সেই পাপেই জড়িত। অথচ পূর্বের জাতিরা শক্তি ও সামর্থ্যে এদের থেকেও অনেক বেশী ছিল। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এল, তখন তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারেনি। এইভাবে তোমাদের উপরও আযাব আসতে পারে। আর এ আযাব যদি এসে যায়, তবে (তা থেকে) তোমাদেরকে বাঁচানোর মত কেউ থাকবে না।

(১০৬) এখানে তাদের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। আর তা হল, আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা এবং নবীদেরকে মিথ্যা ভাবা। এখন তো নবুঅত ও রিসালাতের ধারা বন্ধ, তথাপি বিশ্বজাহানে ও মানুষের মাঝে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী (চতুর্দিকে) বিস্তৃত রয়েছে। এ ছাড়াও ওয়ায-নসীহত এবং দাওয়াত ও তবলীগের মাধ্যমে উলামা ও সত্যের প্রতি আহবানকারীগণ তার বিশ্লেষণ ও দিক নির্দেশনার জন্য বিদ্যমান রয়েছেন। কাজেই আজও যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ হবে এবং দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করবে, তাদের পরিণামও রিসালাতের অস্বীকারকারী ও তা মিথ্যাজ্ঞানকারীদের থেকে ভিন্ন হবে না।

(১০৭) آيَات (নিদর্শনাবলী) বলতে সেই নিদর্শনগুলোও হতে পারে, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। অথবা লাঠি ও হাতের শুভ্রতা, যা ছিল বৃহত্তম দু'টি স্পষ্ট মু'জিযা। سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ (স্পষ্ট প্রমাণ) অর্থ হল, এমন বলিষ্ঠ দলীল ও অকাট্য হুজ্জত, যা কেবল ঔদ্ধত্য, জিদ ও নির্লজ্জতার বশবর্তী হয়ে ছাড়া যার কোন উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

(১০৮) ফিরআউন মিসরে বসবাসকারী ক্বিবতীদের বাদশাহ ছিল। বড় অত্যাচারী ও যালেম এবং সর্বোচ্চ রব হওয়ার দাবীদার ছিল। সে মূসা -এর সম্প্রদায় বানী-ইস্রাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছিল এবং তাদের উপর নানানভাবে কঠোর নির্যাতন চালাত। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। হামান ছিল ফিরআউনের মন্ত্রী ও তার প্রধান উপদেষ্টা। কারূন তার যুগের বিরাট বিত্তশালী ব্যক্তি ছিল। এরা সকলেই পূর্বের লোকদের মত মূসা -কে মিথ্যাজ্ঞান করল এবং তাঁকে

كَذَّابٌ(٢٤)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (٢٥)

(২৫) অতঃপর মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে ওদের নিকট উপস্থিত হলে ওরা বলল, ‘মূসার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ।’(১০৯) কিন্তু অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র তো ভ্রষ্টতাপূর্ণই।(১১০)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ(٢٦)

(২৬) ফিরআউন বলল, আমাকে ছাড়ো, আমি মূসাকে হত্যা করি(১১১) এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক।(১১২) আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মের পরিবর্তন সাধন করবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।(১১৩)

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧)

(২৭) মূসা বলল, ‘যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করে না, সে সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছি।’(১১৪)

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً

(২৮) ফিরআউন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি, যে বিশ্বাসী ছিল এবং নিজ বিশ্বাস গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্যই হত্যা করবে যে, সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আল্লাহ।’ যদিও সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট বহু প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে?(১১৫) সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে

যাদুকর ও মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করল। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ* أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الذريات:٥٢-٥٣) অর্থাৎ, এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা বলেছে, যাদুকর, না হয় উন্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” (সূরা যারিয়াত ঃ ৫২-৫৩)

(১০৯) ফিরআউন এ কাজ পূর্বেও করেছে, যাতে সেই শিশুর যেন জন্ম না হয়, যে শিশু ছিল জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার রাজত্বের জন্য আশঙ্কাজনক। এখানে মূসা عليه السلام-এর অবমাননা ও তাঁর লাঞ্ছনার জন্য পুনরায় একই নির্দেশ দিল। অনুরূপ এ জন্যও (এ নির্দেশ দিল) যে, যাতে বানী-ইস্রাঈল মূসা عليه السلام-এর অস্তিত্বকে নিজেদের জন্য মসীবত ও অমঙ্গলের (অশুভ) কারণ মনে করে। যেমন, সত্যিকারেই তারা বলল যে, ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ “হে মূসা! তোমার আগমনের পূর্বেও আমরা কষ্টে জর্জরিত ছিলাম এবং তোমার আগমনের পরও আমাদের সেই একই অবস্থা।” *(সূরা আরাফ ঃ ১২৯)*

(১১০) অর্থাৎ, এ থেকে তার যে উদ্দেশ্য ছিল যে, বনী-ইস্রাঈলের শক্তি যেন বৃদ্ধি না পায় এবং তার সম্মানে যেন ঘাটতি না আসে, তা কিন্তু সে অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বরং আল্লাহ ফিরআউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে (ধ্বংস ক’রে) দিলেন এবং বানী-ইস্রাঈলকে বর্কতময় ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন।

(১১১) এ কথা সম্ভবতঃ ফিরআউন তাদেরকে বলেছিল, যারা মূসা عليه السلام-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছিল।

(১১২) এটা ছিল ফিরআউনের বড়ই ধৃষ্টতার প্রকাশ যে, আমি দেখব, তাঁর প্রভু তাঁকে কিভাবে বাঁচায়। তাঁকে আহবান ক’রেই দেখে নিক। অথবা প্রতিপালককেই অস্বীকার ক’রে বলল যে, তার আবার প্রভু কে আছে, যে তাকে বাঁচাবে। যেহেতু ফিরআউন তো নিজেকেই মহান প্রভু ভাবত।

(১১৩) অর্থাৎ, গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে সরিয়ে এনে আল্লাহর ইবাদতে লাগিয়ে দেবে। অথবা তাঁর কারণে ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তার উদ্দেশ্য ছিল, তার দাওয়াত যদি আমার জাতির কিছু লোক গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, যারা তা গ্রহণ করবে না। আর এতে তাদের আপোসে ঝগড়া সৃষ্টি হবে এবং তা ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে ফেরাউন তাওহীদের দাওয়াতকে ফাসাদ ও বিপর্যয় এবং তাওহীদবাদীদেরকে ফাসাদী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী গণ্য করল। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে সে নিজেই ছিল ফাসাদী এবং গায়রুল্লাহর ইবাদতই হল বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল উৎস।

(১১৪) মূসা عليه السلام-যখন এ কথা জানতে পারলেন যে, ফিরআউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা রাখে, তখন তিনি আল্লাহর নিকট তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। নবী ﷺ-এর মধ্যে যখন শত্রুর ভয় সৃষ্টি হত, তখন তিনি এই দুআটি পাঠ করতেন, ((اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)) “হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি।” *(আহমাদ ৪/৪১৫)*

(১১৫) অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতিপালকত্বের উপর সে এমনিই ঈমান রাখে না, বরং তার নিকট এই মত গ্রহণের সুস্পষ্ট অনেক দলীলও বিদ্যমান।

يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨)

দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত হবে।(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।(১১৭)

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩)

(২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আজ রাজত্ব তোমাদেরই, তোমরাই দেশে প্রবল;(১১৮) কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদের সাহায্য করবে?(১১৯) ফিরআউন বলল, 'আমি যা বুঝি আমি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।'(১২০)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ (٣٠)

(৩০) বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের মত (দুর্দিনের) আশংকা করি।

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ (٣١)

(৩১) যেমন ঘটেছিল নূহ, আদ, সামূদ তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে।(১২১) আর আল্লাহ দাসদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।(১২২)

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢)

(৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য ডাকাডাকির দিন (কিয়ামতের) আশংকা করি।(১২৩)

---

(১১৬) সে কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন ক'রে বলল যে, যদি তার দলীলাদি তোমাদের মনঃপুত না হয় এবং তার ও তার দাওয়াতের সত্যতা তোমাদের জন্য পরিষ্কার হয়ে না ওঠে, তবুও বিবেক-বুদ্ধি ও পূর্ব-সাবধানতার দাবী এই যে, তার সাথে ঝামেলায় না গিয়ে তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হোক। অতঃপর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে মহান আল্লাহ নিজেই তাকে তার মিথ্যার শাস্তি দুনিয়াতে ও আখেরাতে দেবেন। কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয়, আর তোমরা যদি তাকে কষ্ট দাও, তাহলে যেসব আযাব থেকে সে তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, সে আযাবের কোন কিছু তোমাদের উপর অবশ্যই আসতে পারে।

(১১৭) এর অর্থ হল, যদি সে মিথ্যাবাদী হত (যেমন তোমরা বুঝাতে চেষ্টা করছ), তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে দলীলাদি ও মু'জিযাসমূহ দানে ধন্য করতেন না। অথচ তার কাছে এই জিনিসগুলো বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মহান আল্লাহ নিজেই তাকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস ক'রে দেবেন। তোমাদেরকে তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনই হবে না।

(১১৮) অর্থাৎ, এটা হল তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। তাই তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তাঁর রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে তাঁর অসন্তুষ্টির শিকার হয়ো না।

(১১৯) এই সৈন্য-সামন্ত তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর আযাব এসে গেলে, তাও তারা দূর করতে পারবে না। এ পর্যন্ত ছিল সেই মু'মিনের কথা, যে তার ঈমানকে গোপন ক'রে রেখেছিল।

(১২০) ফিরআউন তার পার্থিব সম্মান ও গৌরবের ভিত্তিতে মিথ্যাবাদিতা অবলম্বন ক'রে বলল, আমি যেটা ভাল মনে করছি, সেটাই তোমাদেরকে বলছি এবং আমি যে পথের কথা বলছি, সেটাই সঠিক পথ। অথচ ব্যাপারটা এ রকম ছিল না। ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (هود:٩٧)

(১২১) উক্ত মু'মিন ব্যক্তি পুনরায় এ ভয় তার জাতিকে দেখাল যে, যদি আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা ভাবার উপর আমরা অটল থাকি, তবে আশঙ্কা আছে যে, বিগত জাতিদের ন্যায় আমরাও আল্লাহর আযাবের কবলে পড়ে যাব।

(১২২) অর্থাৎ, আল্লাহ যাদেরকেই ধ্বংস করেছেন, তাদেরকে তাদের পাপের ও রসূলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান ও তাঁদের বিরোধিতা করার কারণেই করেছেন। নচেৎ তিনি তো দয়াবান ও মেহেরবান প্রভু। তিনি তাঁর বান্দার উপর যুলুম করার আদৌ ইচ্ছা করেন না। অর্থাৎ, (যালেম) জাতিকে ধ্বংস করা তাদের উপর আল্লাহর কোন যুলুম নয়, বরং তা প্রতিশোধ, প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়া-পাওয়া নীতির অনিবার্য এমন ফল, যা থেকে কোন জাতি ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র নয়। ফার্সী কবি বলেন, 'প্রতিফল পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ো না; গম বীজ থেকে গম এবং যব বীজ থেকে যবই উৎপন্ন হয়ে থাকে।'

(১২৩) تَنَادِي এর অর্থ, একে অপরকে ডাকা। কিয়ামতকে يَوْمَ التَّنَادِ (ডাকাডাকির দিন) এই জন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন একে অপরকে ডাকাডাকি করবে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডাকবে। *(সূরা আরাফ ঃ ৪৮-৪৯)* কেউ কেউ বলেছেন, মীযানের পাশে একজন ফিরিশ্তা থাকবেন। যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে, এই ফিরিশ্তা চিৎকার ক'রে তার দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা করবেন। কেউ কেউ বলেছেন, আমল অনুযায়ী লোকদেরকে ডাকা হবে। যেমন, জান্নাতীদেরকে 'হে জান্নাতবাসী' এবং জাহান্নামীদেরকে 'হে জাহান্নামবাসী' বলে আহবান করা হবে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, ইমাম বাগবীর এ উক্তিই অতি সুন্দর যে, উক্ত সকল কারণেই কিয়ামতের নাম (يَوْمُ التَّناد) (ডাকাডাকির দিন) রাখা হয়েছে।

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

(৩৩) যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে;(১২৪) আল্লাহর (শাস্তি) হতে তোমাদের রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।’(১২৫)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤)

(৩৪) পূর্বেও তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন সহ ইউসুফ এসেছিল;(১২৬) কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল, তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করতে।(১২৭) পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল(১২৮) তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ আর কাউকেও রসূল ক’রে প্রেরণ করবেন না।(১২৯) এভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদিগণকে বিভ্রান্ত করেন।(১৩০)

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥)

(৩৫) যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়(১৩১) --তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের নিকট অতিশয় অসন্তোষের বিষয়।(১৩২) এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর ক’রে দেন।(১৩৩)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣٦)

(৩৬) ফিরআউন বলল, ‘হে হামান! আমার জন্য তুমি এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর;(১৩৪) যাতে আমি অবলম্বন পেতে পারি।

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ

(৩৭) আকাশে আরোহণের অবলম্বন এবং মূসার উপাস্যকে দেখতে পাই;(১৩৫) আর আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।’(১৩৬) এভাবেই ফিরআউনের নিকট তার নিকৃষ্ট কাজকে

---

(১২৪) অর্থাৎ, হাশরের ময়দান থেকে জাহান্নামের দিকে যাবে অথবা হিসাবের পর সেখান থেকে পালাতে চাইবে।

(১২৫) যে তাকে হিদায়াতের পথ বলে দিতে পারবে, অর্থাৎ, তার উপর পরিচালিত করতে পারবে।

(১২৬) অর্থাৎ, হে মিশরবাসী! মূসার পূর্বে তোমাদের এই অঞ্চলেই যেখানে তোমরা (বর্তমানে) বসবাস করছ, ইউসুফও বহু দলীল এবং প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছিল। যার মাধ্যমে তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, جَآءَكُمْ বলতে جَآءَ إِلَى آبَائِكُمْ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের বাপ-দাদাদের কাছে এসেছিল।

(১২৭) কিন্তু তোমরা তার উপরও ঈমান আননি এবং তার দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিলে।

(১২৮) অর্থাৎ, ইউসূফ عليه السلام-এর মৃত্যু হল।

(১২৯) অর্থাৎ, যেহেতু তোমাদের অভ্যাসই ছিল প্রত্যেক নবীকে মিথ্যা ভাবা ও তাঁর বিরোধিতা করা, তাই তোমরা মনে করতে যে, তাঁর পরে আর কোন রসূলই আসবেন না। অথবা এর অর্থ হল, রসূলের আসা ও না আসা তোমাদের জন্য সমান। কিংবা অর্থ হল, আর এত বড় মহান ব্যক্তি কোথায় সৃষ্টি হবেন, যিনি রিসালাত লাভে ধন্য হবেন। অর্থাৎ, ইউসূফ عليه السلام-এর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানের কথা তারা স্বীকার করেছিল। আর বহু লোকই প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মহান ব্যক্তির মৃত্যুর পর এ রকমই বলে থাকে।

(১৩০) অর্থাৎ, পরিষ্কার এই বিভ্রান্তির মত, যাতে তোমরা পতিত রয়েছ। মহান আল্লাহ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করেন, যে অত্যধিক পাপ করে এবং আল্লাহর দ্বীন, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে।

(১৩১) অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত কোন দলীল তাদের কাছে নেই। তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর বিধি-বিধানের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে তর্ক করে। যেমন, প্রত্যেক যুগের বাতিলপন্থীদের এটাই হল অভ্যাস।

(১৩২) অর্থাৎ, তাদের এই মন্দ আচরণের কারণে কেবল মহান আল্লাহই অসন্তুষ্ট হন না, বরং মু’মিনরাও তাতে চরম অসন্তুষ্ট হন।

(১৩৩) অর্থাৎ, যেভাবে এই বিতর্ককারীদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, ঐভাবেই এমন সকল ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহর আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। যার পরে ভাল তাদের নজরে ভাল দেখায় না এবং মন্দও তাদের নজরে মন্দ দেখায় না। বরং অনেক সময় মন্দ তাদের কাছে ভাল এবং ভাল তাদের কাছে মন্দ রূপে পরিগণিত হয়।

(১৩৪) এটা হল ফিরআউনের ঔদ্ধত্য ও তার ধৃষ্টতার বর্ণনা যে, সে তার মন্ত্রী হামানকে বলল, একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, যাতে তার মাধ্যমে সে আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। أسباب মানে দরজাসমূহ বা রাস্তাসমূহ। আরো দেখুন, সূরা ক্বাসাসের ২৮-নং আয়াত।

(১৩৫) অর্থাৎ, দেখব যে, আকাশে সত্যিকারে কোন উপাস্য আছে কি না?

(১৩৬) এ ব্যাপারে যে, আকাশে আল্লাহ আছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও তার পরিচালক। অথবা এ ব্যাপারে (মিথ্যাবাদী) যে, মুসা আল্লাহর প্রেরিত রসূল।

كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنْ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ (٣٧)

সুশোভিত করা হয়েছিল(১৩৭) এবং সরল পথ হতে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল।(১৩৮) আর ফিরআউনের ষড়যন্ত্র ছিল সর্বনাশী।(১৩৯)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ(٣٨)

(৩৮) বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।(১৪০)

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩)

(৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু।(১৪১) আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।(১৪২)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠)

(৪০) কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে(১৪৩) এবং নারী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে,(১৪৪) তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে অপরিমিত রুযী দান করা হবে।(১৪৫)

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ(٤١)

(৪১) হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য ! আমি তোমাদের আহবান করছি মুক্তির দিকে;(১৪৬) আর তোমরা আমাকে আহবান করছ জাহান্নামের দিকে।(১৪৭)

تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (٤٢)

(৪২) তোমরা আমাকে আহবান করছ, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং এমন কিছুকে তাঁর সমকক্ষ স্থির করি, যার সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই, পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহবান করছি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।(১৪৮)

---

(১৩৭) অর্থাৎ, শয়তান এইভাবে তাকে ভ্রষ্ট ক'রে রেখেছিল এবং তার মন্দ আমল তার কাছে ভাল মনে হত।

(১৩৮) অর্থাৎ, সত্য ও সঠিক পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয় এবং ভ্রষ্টতার গোলকধাঁধায় সে ঘুরপাক খেতে থাকে।

(১৩৯) تَبَابٌ ক্ষতি, ধ্বংস। অর্থাৎ, ফিরআউন যে ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করেছিল, তার পরিণাম তার জন্য ক্ষতিকর ও সর্বনাশীই ছিল। সুতরাং পরিশেষে তার সৈন্য-সামন্ত সহ তার সলিল-সমাধি হল।

(১৪০) ফিরআউনের জাতির মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে পুনরায় বলল, ফিরআউন দাবী তো করছে যে, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করছি। কিন্তু সত্য কথা এই যে, সে পথভ্রষ্ট। আর আমি যে পথের প্রতি তোমাদের দিক নির্দেশনা করছি, সেটাই হল সঠিক পথ এবং তা হল সেই পথ, যার প্রতি মূসা عليه السلام তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

(১৪১) যে জীবন মাত্র কয়েক দিনের এবং তাও আখেরাতের তুলনায় সকাল অথবা সন্ধ্যার একটি মুহূর্তের সমান।

(১৪২) যার ধ্বংস ও বিনাশ নেই। সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর নেই। কেউ জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে, উভয়ের জীবন হবে চিরন্তন জীবন। একটি জীবন হবে আরাম ও সুখের এবং অপরটি হবে দুর্দশা, আযাব ও দুঃখের। মৃত্যু না জান্নাতবাসীর আসবে, আর না জাহান্নামবাসীর।

(১৪৩) অর্থাৎ, যতটা পাপ করেছে, ঠিক ততটাই শাস্তি পাবে, তার বেশী পাবে না। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেকে আযাব ভোগ করবে। আর সুবিচারের পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠবে।

(১৪৪) অর্থাৎ, যারা ঈমানদারও এবং সৎকর্মসমূহের প্রতি যত্নবানও। এ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর নিকট নেক আমল ছাড়া ঈমান অথবা ঈমান ছাড়া নেক আমলের কোনই মূল্য হবে না। বরং তাঁর নিকট সফলতা লাভ করার জন্য ঈমানের সাথে নেক আমল থাকা এবং নেক আমলের সাথে ঈমান থাকা অত্যাবশ্যক।

(১৪৫) অর্থাৎ, অনুমান ও হিসাবের বাইরে অসংখ্য সুখসামগ্রী পাবে এবং সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ারও কোন আশঙ্কা থাকবে না।

(১৪৬) আর তা হল, কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত কর, যাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর সেই রসূলকে সত্যজ্ঞান কর, যাঁকে তিনি তোমাদের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন।

(১৪৭) অর্থাৎ, তাওহীদের পরিবর্তে শির্কের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছ, যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। যেমন, পরের আয়াতে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

(১৪৮) عَزِيْزٌ (পরাক্রমশালী) যিনি কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। غَفَّارٌ স্বীয় অনুগতদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমাকারী এবং তা গোপনকারী। পক্ষান্তরে যাদের ইবাদত করার প্রতি তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ, তারা তো একেবারে তুচ্ছ এবং বড়ই নিম্নমানের জিনিস। না তারা শুনতে পারে, আর না উত্তর দিতে। না কারো উপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না অপকার করার।

لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِـرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَـا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُـمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣)

(৪৩) নিশ্চয়ই(১৪৯) তোমরা আমাকে এমন একজনের প্রতি আহবান করছ, যে ইহলোকে(১৫০) ও পরলোকে কোথাও আহবান-যোগ্য নয়।(১৫১) বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকে(১৫২) এবং অবশ্যই সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।(১৫৩)

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤)

(৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে(১৫৪) এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ করছি।(১৫৫) নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।’(১৫৬)

فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥)

(৪৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন(১৫৭) এবং কঠিন শাস্তি ফিরআউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করল।(১৫৮)

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ

(৪৬) সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়(১৫৯) এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ফিরিশ্তাদেরকে বলা

---

(১৪৯) لَا جَرَمَ এর অর্থ ঃ এ কথা নিশ্চিত যে অথবা এ কথা মিথ্যা নয় যে।

(১৫০) অর্থাৎ, ইহকালে কারো আহবান শোনারই তো ক্ষমতা রাখে না যে, তোমাদের উপকার করতে পারে অথবা উপাস্য হওয়ার যোগ্য হতে পারে। এর অর্থ প্রায়ই ঐ অর্থই যা এই আয়াতে এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَمَـــنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। *(সূরা আহক্বাফ ৫ আয়াত)* ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ অর্থাৎ, যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তবে তারা তোমাদের ডাক শোনে না। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। *(সূরা ফাত্বির ১৪ আয়াত)*

(১৫১) অর্থাৎ, এটাও সম্ভব নয় যে, আখেরাতে তারা কারো ডাক শুনে তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে অথবা সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে। যাদের অবস্থা এই, তারা কি উপাস্য হওয়ার যোগ্য যে, তাদের ইবাদত করা যাবে? *(এই জন্য উলামাগণ বলেন, সাহায্যের জন্য গায়রুল্লাহকে আহবান করা তিনটি শর্তে বৈধ; (ক) তাকে জীবিত থাকতে হবে, (খ) উপস্থিত থাকতে হবে এবং (গ) সাড়া দেওয়া বা সাহায্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নচেৎ তাকে আহবান করা বৃথা ও শির্ক। -সম্পাদক)*

(১৫২) যেখানে সকলের হিসাব হবে এবং ভাল ও মন্দ আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে।

(১৫৩) অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকরা। যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমাতিক্রম করে। অনুরূপ যে মুসলিম খুব বেশী পাপকারী হবে, যার অবাধ্যতা ‘সীমালঙ্ঘন’এর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে (এবং তা শির্ক বা কুফরী না হয়ে কাবীরা গোনাহ হবে, আল্লাহ মাফ না করলে) তাকেও কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর রসূল ﷺ-এর সুপারিশ অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে জাহান্নাম থেকে বের ক’রে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

(১৫৪) অর্থাৎ, অতি সত্বর সে সময় এসে যাবে, যখন আমার কথার সত্যতা এবং যেসব জিনিস থেকে বাধা দিতাম, তার জঘন্যতা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন অনুতাপ প্রকাশ করবে, কিন্তু সে সময়টা এমন হবে যে, তখন অনুতপ্ত হওয়া কোন উপকারে আসবে না।

(১৫৫) অর্থাৎ, তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে সদা সাহায্য প্রার্থনা করি। আর তোমাদের সাথে বয়কট এবং সম্পর্ক ছিন্নতার কথা ঘোষণা করি।

(১৫৬) তিনি তাদেরকে দেখছেন। যে হিদায়াতের যোগ্য তাকে হিদায়াত দানে ধন্য করেন এবং ভ্রষ্টতার উপযুক্তকে ভ্রষ্ট করেন। এ সব ব্যাপারে যে কি হিকমত ও কৌশল নিহিত আছে, তাও তিনি ভালভাবেই জানেন।

(১৫৭) অর্থাৎ, তার ক্বিব্ত সম্প্রদায় উক্ত মু’মিনের সত্যের ঘোষণা দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল, সেই সমস্ত ষড়যন্ত্রকে মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন এবং তাকে মূসা عليه السلام-এর সাথে পরিত্রাণ দান করেন। আর আখেরাতেও তার স্থান হবে জান্নাতে।

(১৫৮) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হল এবং আখেরাতেও তাদের জন্য হবে জাহান্নামের কঠিনতর আযাব।

(১৫৯) এই আগুনের সম্মুখে বারযাখে অর্থাৎ, কবরে তাদেরকে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। এ আয়াত থেকে কবরের আযাবের কথা প্রমাণ হয়, যা অনেকে অস্বীকার করে। হাদীসমূহে তো খুবই স্পষ্টতার সাথে কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহার) প্রশ্নের উত্তরে একদা নবী করীম ﷺ বললেন, نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ “হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।” *(বুখারী ঃ জানাযা অধ্যায়)* অনুরূপ আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যু বরণ করে, তখন (কবরে) সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে তার স্থান দেখানো হয়। অর্থাৎ, সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নাম তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় যে, এটাই হল তোমার আসল ঠিকানা, যেখানে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ

السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)

হবে,) ‘ফিরআউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।’(১৬০)

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (٤٧)

(৪৭) যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা প্রবলদেরকে বলবে, ‘আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?’

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (٤٨)

(৪৮) প্রবলেরা বলবে, ‘আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের মাঝে ফায়সালা ক’রে দিয়েছেন।’

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ (٤٩)

(৪৯) জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।’

قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ (٥٠)

(৫০) তারা বলবে, ‘তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের রসূলগণ আসেনি?’ (জাহান্নামীরা) বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল।’ (প্রহরীরা) বলবে, ‘তবে তোমরা প্রার্থনা করতে থাক।(১৬১) আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।’(১৬২)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

(৫১) নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে(১৬৩) ও সাক্ষীগণের দন্ডায়মান (কিয়ামত) দিনে সাহায্য

তোমাকে পাঠাবেন।” *(বুখারী, মুসলিম ঃ জান্নাত অধ্যায়)* এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কবরের আযাবের অস্বীকারকারীরা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনাগুলো মেনে নেয় না।

(১৬০) এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে পেশ করার ব্যাপারটা কিয়ামতের পূর্বেরই ব্যাপার। আর কিয়ামতের পূর্বে বারযাখ ও কবরেরই জীবন। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কবর থেকে বের ক’রে কঠিনতর আযাবে অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। آل فرعون (ফিরআউনের বংশধর) বলতে ফিরআউন, তার জাতি এবং তার সকল অনুসারী। আর এ কথা ফালতু যে, আমরা তো মৃতকে কবরে আরামে পড়ে থাকতে দেখি, যদি তার আযাব হত, তবে এ রকম দেখা যেত না। কেননা, আযাবের জন্য এটা জরুরী নয় যে, তা আমাদের নজরেও পড়বে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার আযাব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আমরা কি দেখি না যে, স্বপ্নে একটি লোক ভয়ানক দৃশ্য দেখে কঠিন অস্থিরতা ও কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু দর্শকরা সামান্যও টের পায় না যে, ঘুমন্ত এই মানুষটি কঠিন কষ্টে রয়েছে? এর পরও কবরের আযাবকে অস্বীকার করা হঠকারিতা এবং অযথা গা-জোরামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও মানুষের যেসব কষ্ট হয়, সেগুলোও বাহ্যতঃ দেখা যায় না, বরং কেবল মানুষের তড়পানো ও তার অস্থিরতাই প্রকাশ পায়। আর তাও সে তড়পানি ও অস্থিরতা প্রকাশ করলে তবে।

(১৬১) অর্থাৎ, আমরা এ রকম লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কি কিছু বলতে পারি, যাদের কাছে আল্লাহর নবীরা বহু দলীল এবং মু’জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা কোন পারোয়াই করেনি? (সুতরাং তোমরা নিজেরাই প্রার্থনা অথবা আহবান কর।)

(১৬২) পরিশেষে তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে। কিন্তু সেখানে তাদের ফরিয়াদে কর্ণপাত করা হবে না। কারণ, দুনিয়াতে তাদের উপর হুজ্জত পরিপূর্ণ ক’রে দেওয়া হয়েছে। এখন আখেরাত তো ঈমান আনার এবং তওবা ও আমল করার স্থান নয়। আখেরাত তো প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের স্থান। দুনিয়াতে যা কিছু করা হবে, তার পরিণাম সেখানে ভোগ করতে হবে।

(১৬৩) অর্থাৎ, পৃথিবীতে তাদেরকে জয়যুক্ত এবং তাদের শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করব। কোন কোন মানুষের মাথায় এই জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে যে, নবীদের কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়েছে। যেমন, ইয়াহয়্যা ও যাকারিয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) প্রভৃতি। কাউকে কাউকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন, ইবরাহীম عليه السلام এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ رضي الله عنهم। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এমনটি কেন হল? আসলে এ প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক হল অধিকাংশ অবস্থা এবং বেশীরভাগ ব্যক্তিবর্গের সাথে। তাই কোন কোন অবস্থায় এবং কোন কোন ব্যক্তিবর্গের উপর কাফেরদের জয়যুক্ত হওয়া এই প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। অথবা এর (প্রতিশ্রুতির) অর্থ হল, ক্ষণস্থায়ীভাবে কখনো কখনো আল্লাহ নিজ কৌশল ও ইচ্ছায় কাফেরদেরকে বিজয় দান করেন। কিন্তু পরিশেষে ঈমানদাররাই জয়লাভ ও সফলতা অর্জন করেন। যেমন, ইয়াহয়্যা ও যাকারিয়া (আলাইহিমাস্ সালাম)-এর হত্যাকারীদের উপর পরে মহান আল্লাহ তাদের শত্রুদেরকে প্রবল ক’রে দিয়েছিলেন। তারা তাদের রক্তে নিজেদের পিপাসা মিটিয়ে ছিল এবং তাদেরকে জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত করেছিল। যে ইয়াহুদীরা ঈসা عليه السلام-কে ক্রুশ বিদ্ধ ক’রে হত্যা করতে চেয়েছিল, আল্লাহ তাআলা সেই ইয়াহুদীদের উপর রোমদেরকে এমন আধিপত্য দান করলেন যে, তারা এই ইয়াহুদীদেরকে অতীব অপমানজনকভাবে শায়েস্তা করে। নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ অবশ্যই হিজরত করতে বাধ্য

يَقُومُ الأَشْهَادُ (٥١)

করব--(১৬৪)

يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٥٢)

(৫২) যেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং ওদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।(১৬৫)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣)

(৫৩) আমি মূসাকে অবশ্যই পথনির্দেশিকা দান করেছিলাম(১৬৬) এবং ইস্রাঈল বংশধরদেরকে দান করেছিলাম গ্রন্থ,(১৬৭)

هُدًى وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ (٥٤)

(৫৪) বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ।(১৬৮)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (٥٥)

(৫৫) অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর(১৬৯) এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।(১৭০)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦)

(৫৬) যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার যা সফল হওয়ার নয়।(১৭১) অতএব তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

হন, কিন্তু তারপর বদর, উহুদ, আহযাব ও খায়বার প্রভৃতি যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয় ইত্যাদির মাধ্যমে মহান আল্লাহ যেভাবে মুসলিমদের সাহায্য করেন এবং তাঁর রসূল ও ঈমানদারদেরকে যেভাবে বিজয় দান করেন যে, এর পর আর আল্লাহর সাহায্য করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। *(ইবনে কাসীর)*

(১৬৪) أَشْهَادٌ হল شَهِيْدٌ (সাক্ষী)এর বহুবচন। যেমন, شـــريف এর বহুবচন আসে أشـــراف কিয়ামতের দিন ফিরিশ্তা ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)গণ সাক্ষ্য দেবেন। ফিরিশ্তাগণ সাক্ষ্য দেবেন যে, হে আল্লাহ! নবীগণ তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের উম্মত তাঁদেরকে মিথ্যা ভেবেছিল। এ ছাড়াও উম্মতে মুহাম্মাদী এবং খোদ নবী ﷺ ও সাক্ষ্য দেবেন। এ আলোচনা পূর্বেও (সূরা হাজ্জ ৭৮ আয়াতে) করা হয়েছে। আর এই জন্য কিয়ামতকে সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিন বলা হয়েছে। এ দিনে ঈমানদারদের সাহায্য করার অর্থ হল, তাঁদেরকে তাঁদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

(১৬৫) অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত হতে দূর এবং তিরস্কারের শিকার হবে। আর ওজর-আপত্তি কোন কাজে এই জন্য আসবে না যে, সেটা ওজর-আপত্তি পেশ করার স্থানই নয়। ফলে এ ওজর হবে বাতিল ওজর।

(১৬৬) অর্থাৎ, নবুঅত এবং তাওরাত দান করেছিলাম। যেমন বলেছেন,(المائدة:٤٤) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ﴾

(১৬৭) অর্থাৎ, তাওরাত মূসা عليه السلام-এর পরেও অবশিষ্ট ছিল, বংশ পরম্পরায় যার তারা উত্তরাধিকারী হয়েছে। অথবা কিতাব বা গ্রন্থ বলতে সেই সমস্ত কিতাবকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বানী-ইস্রাঈলের নবীদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই সমস্ত কিতাবের উত্তরাধিকারী বানী-ইস্রাঈলকে বানানো হয়েছে।

(১৬৮) هُدًى وَذِكْــرَى হল ক্রিয়াবিশেষ্য এবং ‘হাল’ (যা পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা করে)এর স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আর এই কারণে তার উপর ‘যবর’এসেছে। অর্থ, هَادٍ এবং مُذَكِّرٍ (হিদায়াত দাতা এবং নসীহতকারী)। ‘বুদ্ধিমানদের’ বলতে যারা সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী। কারণ, তারাই আসমানী কিতাব দ্বারা উপকৃত হয় এবং তা থেকে হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করে। অন্যরা তো সেই গাধার মত, যার (পিঠের) উপরে থাকে কিতাবের বোঝা, কিন্তু এ কিতাবগুলোর মধ্যে কি আছে, সে ব্যাপারে সে হয় অজ্ঞ।

(১৬৯) এখানে ‘পাপ’ বলতে এমন ছোট-খাটো ভুল-চুক যা মানবীয় দুর্বলতা অনুযায়ী ঘটে যায় এবং যেগুলোর সংশোধনও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ক’রে দেওয়া হয়। অথবা ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও একটি ইবাদত। নেকী ও সওয়াব বৃদ্ধির জন্য নবী ﷺ-কে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিংবা উদ্দেশ্য হল উম্মতের দিক নির্দেশনা যে, তারা যেন ইস্তিগফারের অমুখাপেক্ষী না হয়।

(১৭০) عَشِيٌّ হল দিনের শেষ এবং রাতের প্রথম অংশ। আর أَبْكَارٌ হল, রাতের শেষ এবং দিনের প্রথম অংশ।

(১৭১) অর্থাৎ, যারা আল্লাহ-প্রদত্ত কোন দলীল ছাড়াই তর্ক-বিতর্ক ও হুজ্জত করে। এরা কেবল অহংকারবশতঃ এ রকম করে। তবে এ থেকে তাদের যে বাতিলকে সবল ও হককে দুর্বল করার উদ্দেশ্য, তা তারা অর্জন করতে পারবে না।

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٥٧)

(৫৭) মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।(১৭২)

وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ (٥٨)

(৫৮) সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ।(১৭৩) তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক’রে থাক।

إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (٥٩)

(৫৯) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ(٦٠)

(৬০) তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।(১৭৪) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’(১৭৫)

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٦١)

(৬১) আল্লাহই রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন(১৭৬) এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল।(১৭৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।(১৭৮)

ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ (٦٢)

(৬২) তিনিই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?(১৭৯)

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٦٣)

(৬৩) যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারা এভাবে ফিরে যায়।

---

(১৭২) অর্থাৎ, এরা আবার এ কথা অস্বীকার করছে কেন যে, মহান আল্লাহ মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না? অথচ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার তুলনায় এ কাজ অনেক সহজ।

(১৭৩) অর্থ হল, যেরূপ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, অনুরূপ মু’মিন ও কাফের এবং নেককার ও বদকারও সমান নয়। বরং কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে যে বিরাট তফাৎ হবে, তা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যাবে।

(১৭৪) (অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) পূর্বোক্ত আয়াতে যেহেতু মহান আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন, তাই এখন এই আয়াতে এমন পথের দিশা দেওয়া হচ্ছে, যা অবলম্বন ক’রে মানুষ পরকালের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত ‘দুআ’র অর্থ অধিকাংশ মুফাস্সেরগণ ইবাদত নিয়েছেন। অর্থাৎ, কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত কর। যেমন, হাদীসেও ‘দুআ’কেই ইবাদত বলা হয়েছে। ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) (مسند أحمد: ٤/٢٧١، السنن الأربعة، مشكاة ٢٢٣٠) এ ছাড়াও পরে উল্লিখিত يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ ইবাদত। কেউ কেউ বলেছেন, ‘দুআ’ বলতে, দুআ করাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মঙ্গল অর্জন ও অমঙ্গল দূরীভূত করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। কারণ, দুআর (আভিধানিক অর্থ ঃ ডাকা এবং) শরীয়তী ও প্রকৃত অর্থ হল, চাওয়া। দ্বিতীয় অর্থে তার ব্যবহার রূপক। এ ছাড়াও দুআর প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে এবং উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে তার অর্থ, ইবাদতই। কেননা, কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক কিছু কারো কাছে চাওয়া ও প্রার্থনা করাই হল তার ইবাদত করা। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণ এবং সাহায্যের জন্য ডাকা জায়েয নয়। কেননা, কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কাউকে ডাকলে তা ইবাদত হয়। আর ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়।

(১৭৫) এটা হল আল্লাহর ইবাদতকে যারা অস্বীকার করে, তা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা তাতে যারা অন্যদেরকেও শরীক করে তাদের পরিণাম।

(১৭৬) অর্থাৎ, রাতকে অন্ধকার বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে জীবিকা অর্জনের যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ নির্বিঘ্নে শান্তির সাথে ঘুমাতে পারে।

(১৭৭) অর্থাৎ, আলোক-উজ্জ্বল ক’রে দিয়েছি। যাতে জীবিকা অর্জনের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় কোন কষ্ট না হয়।

(১৭৮) তারা আল্লাহর নিয়ামতের না কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, আর না তা স্বীকার করে। হয়তো বা কুফরী ও অস্বীকার করার কারণে; যেমন, কাফেরদের অভ্যাস। নতুবা অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যে ওয়াজিব এ ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে; যেমন, মূর্খদের আচরণ।

(১৭৯) অর্থাৎ, এ সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহর ইবাদতের কথা শুনে ভড়কে উঠছ কেন এবং তাঁর তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ও তাতে রুষ্ট হচ্ছ কেন?

اللهُ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأَرْضَ قَـرَاراً وَالسَّـمَاءَ بِنَـاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُـوَرَكُمْ وَرَزَقَكُـمْ مِـنَ الطَّيِّـبَاتِ ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤)

(৬৪) আল্লাহই(১৮০) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন(১৮১) এবং আকাশকে করেছেন ছাদস্বরূপ(১৮২) এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট(১৮৩) এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট জীবিকা;(১৮৪) তিনিই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং কত মহান বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ!

هُوَ الْحَـيُّ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ فَـادْعُوهُ مُخْلِصِـينَ لَـهُ الـدِّينَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٥)

(৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, সুতরাং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক।(১৮৫) সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِـنْ دُونِ اللهِ لَمَّـا جَـاءَنِيَ الْبَيِّنَـاتُ مِـنْ رَبِّي وَأُمِـرْتُ أَنْ أُسْـلِمَ لِـرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦)

(৬৬) বল, ‘আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকে আহবান কর, তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।(১৮৬) আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।’(১৮৭)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْـرِجُكُمْ طِفْلاً ثُـمَّ لِتَبْلُغُـوا أَشُـدَّكُمْ ثُـمَّ لِتَكُونُـوا شُـيُوخاً وَمِـنْكُمْ مَـنْ يُتَـوَفَّى مِـنْ قَبْـلُ وَلِتَبْلُغُـوا أَجَـلاً

(৬৭) তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে,(১৮৮) তারপর জমাট রক্ত হতে, তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন, তারপর তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে।(১৮৯) তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেই মৃত্যু ঘটে(১৯০) এবং এ জন্য যে, যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিতকাল প্রাপ্ত হও(১৯১) এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে

---

(১৮০) এই আয়াতে (আল্লাহর) নিয়ামতের কিছু প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং এ কথাও যেন সুসাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তিনি শরীকবিহীন একমাত্র উপাস্য।

(১৮১) যেখানে তোমরা বসবাস, চলাফেরা, কাজকর্ম এবং জীবনযাপন করছ। অতঃপর পরিশেষে মৃত্যুবরণ ক’রে কিয়ামত পর্যন্ত এরই মধ্যে সমাধিস্থ থাকবে।

(১৮২) অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় ছাদ। যদি এটা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত, তবে কেউ না আরামের সাথে ঘুমাতে পারত, আর না কারো জন্য জীবিকার পক্ষে কাজ-কারবার করা সম্ভব ছিল।

(১৮৩) যমীনে যত প্রকার জীবজন্তু আছে, তার মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতির এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের অবয়ব দান করেছেন।

(১৮৪) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের এমন সব খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, যা সুস্বাদুও বটে এবং উপাদেয় ও পুষ্টিকরও।

(১৮৫) অর্থাৎ, যখন সব কিছু তিনিই করেন এবং তিনিই দেন, অন্য কেউ না সৃষ্টিতে তাঁর শরীক আছে, আর না এখতিয়ারাদিতে, তাহলে ইবাদতের যোগ্যও তিনি একাই। অন্য কেউ এতে শরীক হতে পারে না। সাহায্য প্রার্থনা এবং ফরিয়াদও তাঁরই কাছে কর। তিনিই সকলের ফরিয়াদ ও দরখাস্ত শোনার ক্ষমতা রাখেন। কারণ-ঘটিত নয় এমন অস্বাভাবিক প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা অন্য কেউ রাখে না। ব্যাপার যখন এ রকম, তখন অন্যরা বিপদ দূর এবং প্রয়োজন পূরণ কিভাবে করতে পারে?

(১৮৬) চাহে তা পাথরের মূর্তি হোক, নবী, অলী বা কবরে সমাধিস্থ মৃত হোক। সাহায্যের জন্য কাউকেও ডেকো না। তাদের নামে নযর মেনো না ও নজরানা দিয়ো না। তাদের নামে ওযীফা পড়ো না। তাদেরকে ভয় করো না এবং তাদের কাছে কোন কিছুর আশা করো না। কারণ, এগুলো এক-একটি ইবাদত, যা কেবল আল্লাহরই অধিকার।

(১৮৭) এগুলো বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি এবং স্পষ্ট উক্তি ভিত্তিক এমন প্রমাণপুঞ্জ যার দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ অর্থাৎ আল্লাহরই একমাত্র উপাস্য ও প্রতিপালক হওয়ার কথা সাব্যস্ত করে। আর এ কথা কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম অর্থঃ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য নত হওয়া। অর্থাৎ, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যাতে আমি আল্লাহর বিধি-বিধানের সামনে নত হয়ে যাই এবং তা থেকে বিমুখ না হই। পরের আয়াতে আরো কিছু তাওহীদের দলীলাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১৮৮) অর্থাৎ, তোমাদের পিতা আদম عليه السلام-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁর মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়ার মানেই তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততি মূলতঃ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর মানব বংশের ধারা এবং তার স্থায়িত্ব ও বিদ্যমানতার জন্য মানুষের সৃষ্টিকে বীর্যের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এখন প্রত্যেক মানুষ সেই বীর্য বা শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়, যা বাপের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে মায়ের গর্ভাশয়ে গিয়ে স্থির হয়। কেবল ঈসা عليه السلام-এর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র; তিনি অলৌকিকভাবে বিনা বাপেই সৃষ্টি হয়েছেন। কুরআন কারীমের বিস্তারিত বর্ণনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে।

(১৮৯) অর্থাৎ, এই সমস্ত অবস্থার মাধ্যম দিয়ে অতিক্রম করান সেই আল্লাহই, যাঁর কোন শরীক নেই।

(১৯০) অর্থাৎ, মায়ের গর্ভাশয়ে বিভিন্ন দশা ও অবস্থাকে অতিক্রম ক’রে (পেট থেকে) বের হয়ে আসার পূর্বেই মায়ের পেটে, কেউ শিশুকালে, কেউ যৌবনকালে এবং কেউ বার্ধক্যের শুরুতেই মারা যায়।

(১৯১) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ এটা এই জন্য করেন যে, যাতে যার যতটা বয়স আল্লাহ নির্ধারিত ক’রে দিয়েছেন, সে তার নির্ধারিত

مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦٧)

পার।(১৯২)

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٨)

(৬৮) তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান(১৯৩) এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।(১৯৪)

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ(٦٩)

(৬৯) তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে?(১৯৫) ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?(১৯৬)

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠)

(৭০) ওরা গ্রন্থ ও আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তা মিথ্যাজ্ঞান করে-সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে।

إِذْ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١)

(৭১) যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে, ওদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,(১৯৭)

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢)

(৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে;(১৯৮)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣)

(৭৩) পরে ওদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে--

مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ (٧٤)

(৭৪) আল্লাহকে ছেড়ে?'(১৯৯) ওরা বলবে, 'ওরা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে;(২০০) বরং পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহবান করিনি, যার কোন সত্তা ছিল।'(২০১) এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত ক'রে থাকেন।(২০২)

বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ততটা জীবন সে দুনিয়াতে কাটিয়ে নেয়।

(১৯২) অর্থাৎ, যখন তোমরা এই পর্যায়সমূহ ও স্তরগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে যে, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, অতঃপর তা হতে মাংসপিন্ড, তারপর শৈশব, তারপর যৌবন, তারপর বার্ধক্যের প্রারম্ভিক এবং পরে সম্পূর্ণ বার্ধক্য, তখন তোমরা জেনে নেবে যে, তোমাদের প্রতিপালক এক ও একক এবং তোমাদের উপাস্যও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। এ ছাড়া এও জেনে নেবে যে, যে আল্লাহ এ সবকিছু করেন, তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করাও কোন জটিল ব্যাপার নয় এবং তিনি অবশ্যই সকলকে পুনর্জীবিত করবেন।

(১৯৩) জীবিত করা ও মারা তাঁরই এখতিয়ারাধীন ব্যাপার। তিনি প্রাণহীন শুক্রবিন্দুকে বিভিন্ন স্তরের উপর দিয়ে অতিক্রম করিয়ে একজন জীবন্ত মানুষের আকৃতি দান করেন। অতঃপর নির্দিষ্ট এক সময়ে জীবন্ত এই মানুষটির প্রাণ কেড়ে নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দেন।

(১৯৪) তাঁর মহাশক্তির অবস্থা হল এই যে, তাঁর كُنْ (হও) শব্দ দ্বারা সেই জিনিস অস্তিত্বে চলে আসে, যা (হওয়ার) তিনি ইচ্ছা করেন।

(১৯৫) অস্বীকার ও মিথ্যাজ্ঞান করার জন্য অথবা তা খন্ডন ও বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য।

(১৯৬) অর্থাৎ, প্রমাণাদি এসে যাওয়া এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওরা কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছে? এটা হল আশ্চর্যের প্রকাশ।

(১৯৭) এ হল সেই চিত্র, যা জাহান্নামে মিথ্যাজ্ঞানকারীদের হবে।

(১৯৮) মুফাস্‌সির মুজাহিদ এবং মুক্বাতিলের উক্তি হল, তাদের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বালিত করা হবে। অর্থাৎ, তারা তার ইন্ধন হবে।

(১৯৯) তারা কি আজ তোমাদের সাহায্য করতে পারবে?

(২০০) অর্থাৎ, জানি না তারা কোথায় চলে গেছে, তারা আমাদের সাহায্য আর কি করবে?

(২০১) ভুল স্বীকার করার পর তাদের ইবাদত করার কথাই অস্বীকার করবে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ অর্থাৎ, (তারা বলবে) আল্লাহর শপথ! আমরা তো কাউকেও শরীক করতাম না। *(সূরা আনআম ২৩ আয়াত)* বলা হয়েছে যে, এটা মূর্তিগুলোর অস্তিত্ব ও তাদের ইবাদতের অস্বীকৃতি নয়, বরং এ হল এই কথার স্বীকারোক্তি যে, তাদের ইবাদত বাতিল ছিল। কারণ, সেখানে তাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারা এমন জিনিসের ইবাদত করত, যারা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে এবং না উপকার করতে পারে, না অপকার। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আর দ্বিতীয় অর্থও পরিষ্কার। আর তা হল, তারা শির্ক করার কথা একেবারে অস্বীকার করবে।

(২০২) অর্থাৎ, এই মিথ্যাজ্ঞানকারীদের মত মহান আল্লাহ কাফেদেরকেও বিভ্রান্ত করেন। অর্থাৎ, অব্যাহতভাবে মিথ্যা ভাবতে থাকা ও কুফরী করা এমন জিনিস যে, তার দ্বারা মানুষের অন্তর কালো হয়ে যায় এবং তাতে জং ধরে যায়। অতঃপর তারা সত্য

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥)

(৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ করতে।(২০৩)

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦)

(৭৬) ওদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামে চিরকাল বসবাসের জন্য ওতে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।'(২০৪)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧)

(৭৭) সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।(২০৫) আমি ওদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই(২০৬) অথবা তার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাই-(সর্বাবস্থায়) ওদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।(২০৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ

(৭৮) আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি।(২০৮) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নয়।(২০৯) আল্লাহর আদেশ এলে(২১০) ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে।(২১১) আর তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গ্রহণ করার তাওফীক্ব লাভ করা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(২০৩) অর্থাৎ, তোমাদের এই বিভ্রান্তি এই কথার কুফল যে, তোমরা কুফরী ও অন্যায়-অনাচারে এত এগিয়ে গিয়েছিলে যে, এতে তোমরা আনন্দ ও গর্ববোধ করতে। দম্ভ ও গর্ববোধের মধ্যে অতিরিক্ত আনন্দের প্রকাশ থাকে, যাতে অহংকারের মিশ্রণ থাকে।

(২০৪) এ কথা জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিশ্তা জাহান্নামীদেরকে বলবেন।

(২০৫) আর তা এই যে, আমি কাফেরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আর এই প্রতিশ্রুতি সত্বরও পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ, দুনিয়াতেই আমি তাদেরকে পাকড়াও করব অথবা আমার ইচ্ছানুযায়ী এতে বিলম্বও হতে পারে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমার পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে কোথাও পালাতে পারবে না।

(২০৬) অর্থাৎ, তোমার জীবদ্দশায় তাদেরকে আযাবে পতিত করি। আর হলও তা-ই। আল্লাহ কাফেরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে মুসলিমদের চক্ষু শীতল করলেন। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা গেল। হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয় হল এবং নবী করীম ﷺ-এর যুগেই সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ মুসলিমদের কব্জায় চলে এল।

(২০৭) অর্থাৎ, কাফেররা যদি পার্থিব শাস্তি থেকে বেঁচেও যায়, তবুও শেষে যাবে কোথায়? অবশেষে আমার কাছেই আসবে। আর এখানে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত আছে।

(২০৮) যে নবীদের কথা বিবৃত হয়নি, তাঁদের সংখ্যা ওঁদের তুলনায় অনেক বেশী যাঁদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, কুরআন কারীমে তো কেবল ২৫ জন নবী ও রসূলদের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের অবস্থাসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

(২০৯) আয়াত বা নিদর্শন বলতে এখানে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা বুঝানো হয়েছে; যা নবীদের সত্যতার কথা প্রমাণ করে। কাফেররা নবীদের কাছে দাবী করত যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদেরকে এই এই জিনিস দেখাও। যেমন, মক্কার কাফেররা স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এর কাছে কয়েকটি জিনিস দাবী করেছিল। সূরা বানী-ইস্রাঈলের ৯০-৯৩নং আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলছেন যে, কোন নবীর এখতিয়ারে এটা ছিল না যে, সে তার জাতির দাবী অনুযায়ী কোন মু'জিযার উদ্ভব ঘটিয়ে দেখিয়ে দেবে। এটা কেবল আমার এখতিয়ারাধীন ছিল। কোন কোন নবীকে তো প্রথম থেকেই মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল। কোন কোন সম্প্রদায়কে তাদের দাবী অনুযায়ী মু'জিযা দেখানো হয়েছিল এবং কোন কোন সম্প্রদায়কে তাদের দাবী সত্ত্বেও মু'জিযা দেখানো হয়নি। আমার ইচ্ছা অনুসারে তার ফায়সালা হত। মোটকথা, কোন নবীর এই এখতিয়ার ছিল না যে, তিনি যখনই চাইবেন মু'জিযার উদ্ভব ঘটিয়ে দেখিয়ে দেবেন। এ থেকে পরিষ্কারভাবে এমন লোকদের কথার খন্ডন হয়ে যায়, যারা কোন কোন ওলীদের ব্যাপারে মন্তব্য করে যে, তাঁরা যখন চাইতেন এবং যেভাবে চাইতেন অস্বাভাবিক কর্ম-কান্ড (কারামত) ঘটিয়ে দেখিয়ে দিতেন; যেমন আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। এগুলো হল তাদের মস্তিস্কপ্রসূত কেচ্ছা-কাহিনী। যখন মহান আল্লাহ নবীদেরকে এই (তাঁদের ইচ্ছামত মু'জিযা দেখানোর) এখতিয়ার দেননি, অথচ তাঁদের সত্যতার প্রমাণের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল, তাহলে কোন ওলী এ এখতিয়ার কিভাবে পেতে পারেন? বিশেষ ক'রে যখন ওলীর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা, নবীদের নবুঅতের উপর ঈমান আনা জরুরী। তাই তাঁদের মু'জিযার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহর কৌশল ও ইচ্ছার এই দাবী ছিল না, তাই এ ক্ষমতা কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে ওলীদের বেলায়াতের উপর ঈমান আনা জরুরী নয়। তাই তাঁদের মু'জিযা ও কারামতের কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব বিনা প্রয়োজনে তাঁদেরকে এ এখতিয়ার মহান আল্লাহ কিভাবে দিতে পারেন?

(২১০) অর্থাৎ, দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে তাদের আযাবের নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছলে।

(২১১) অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফায়সালা ক'রে দেওয়া হবে; হকপন্থীদের জন্য মুক্তির ফায়সালা এবং বাতিলপন্থীদের জন্য আযাবের ফায়সালা।

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (٧٨)

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩)

(৭৯) আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন,(২১২) কতক তোমাদের আরোহণ করার জন্য ও কতক আহার করার জন্য।(২১৩)

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠)

(৮০) এতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে।(২১৪) তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এদের দ্বারা তা পূর্ণ ক'রে থাক। আর এদের উপর(২১৫) ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللهِ تُنكِرُونَ (٨١)

(৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন।(২১৬) সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?(২১৭)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢)

(৮২) ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ ক'রে দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল?(২১৮) পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিকতর প্রবল।(২১৯) তারা যা করত, তা তাদের কোন কাজে আসেনি।(২২০)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (٨٣)

(৮৩) ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রসূল এসেছিল, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত।(২২১) ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤)

(৮৪) অতঃপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহতেই বিশ্বাস করলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে অংশী করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।'

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ

(৮৫) কিন্তু ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের বিশ্বাস ওদের কোন উপকারে এল না। আল্লাহর এ বিধান (পূর্ব

---

(২১২) মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে কিছু নিয়ামতের কথা উল্লেখ করছেন। চতুষ্পদ জন্তু বলতে, উট, গরু, ছাগল এবং ভেঁড়া। নর-মাদী মিলিয়ে সর্বমোট আটটি। সূরা আন্‌আমের ১৪৩- ১৪৪ নং আয়াতে এর উল্লেখ হয়েছে।

(২১৩) এগুলো বাহনের কাজেও আসে (যেমন উটে সওয়ার হওয়া যায়, গরু গাড়ি টানে) এবং তাদের দুধও পান করা হয়। (যেমন, ছাগল, গাই ও উটনীর দুধ)। এগুলোর গোশ্ত মানুষের কাছে অতি প্রিয় খাদ্য এবং বোঝা বহনের কাজও তাদের থেকে নেওয়া হয়।

(২১৪) যেমন, তাদের লোম, চুল, পশম এবং তাদের চামড়া থেকেও অনেক জিনিস তৈরী করা হয়। এদের দুধ থেকে ঘি, মাখন এবং পনির ইত্যাদিও তৈরী হয়।

(২১৫) অর্থাৎ, এদের মধ্যে উটের পিঠে এবং গরুর গাড়িতে তোমাদেরকে বহন করা হয়।

(২১৬) যেগুলো তাঁর মহাশক্তি ও একত্ববাদকে প্রমাণ করে। আর নিদর্শনগুলো কেবল বিশ্বজগতেই নেই, বরং তোমাদের দেহের মধ্যেও তা বিদ্যমান রয়েছে।

(২১৭) এগুলো এত জাজ্বল্যমান, ব্যাপক ও এত বেশী যে, কোন অস্বীকারকারী তা অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। এখানে 'ইস্তিফহাম' (জিজ্ঞাসা) নেতিবাচক।

(২১৮) অর্থাৎ, যে জাতিরা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে এবং তাঁর রসূলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের দরকার নিজেদের অঞ্চলে বিদ্যমান বস্তিগুলোর ধ্বংসাবশেষ ঘর-বাড়ি ও পরিত্যক্ত জিনিসগুলো দেখা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যে, তাদের পরিণাম কি হয়েছে?

(২১৯) অর্থাৎ, ঘর-বাড়ি, কারখানা এবং ক্ষেত আকারে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে থাকা জিনিসগুলো প্রমাণ করে যে, তারা কারিগরি ও শিল্পকলার ময়দানে তোমাদের থেকেও অনেক উন্নত ছিল।

(২২০) فَمَا أَغْنَى তে مَـــا অক্ষরটি জিজ্ঞাসাসূচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। নেতিবাচকের অর্থ তো তরজমা থেকেই পরিষ্কার। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসাসূচক হয়, তবে অর্থ হবে, তারা যা করত তা তাদের কি কাজে এসেছে? অর্থ একই যে, তাদের উপার্জন তাদের কোন উপকারে আসেনি।

(২২১) ইল্ম বা জ্ঞান বলতে, তাদের মনগড়া বিশ্বাস, কল্পিত ধ্যান-ধারণা, সন্দেহ-সংশয় এবং ভ্রান্ত দাবী ইত্যাদি। বিদ্রূপ স্বরূপ তাকে ইল্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, তারা এগুলোকে জ্ঞানভিত্তিক দলীল মনে করত। তাই তাদের ধারণা অনুযায়ী এ রকম বলা হয়েছে। অর্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথার মোকাবেলায় তারা তাদের ঐ তথাকথিত জ্ঞান নিয়ে গর্ব ও দম্ভ প্রদর্শন করেছিল। অথবা ইল্ম বলতে, পার্থিব বিষয়ের ইল্ম। তারা আল্লাহর বিধি-বিধান ও তাঁর ফরযকৃত বিষয়াবলীর জ্ঞান ও শিক্ষার উপর পার্থিব জ্ঞানকে প্রাধান্য দিত।

خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥)

হতেই) তাঁর দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে।(২২২) আর তখন অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল।(২২৩)

সূরা হা-মীম সিজদাহ (ফুস্‌সিলাত)(২২৪)

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৪১, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

حم (١)

(১) হা-মীম,

تَنزِيلٌ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢)

(২) (এ) অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ।

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

(৩) এমন এক গ্রন্থ যা আরবী কুরআনরূপে(২২৫) এর বাক্যসমূহকে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য(২২৬) বিশদভাবে বিবৃত করা হয়েছে।(২২৭)

بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (٤)

(৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,(২২৮) কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শোনে না।(২২৯)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (٥)

(৫) ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত,(২৩০) আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা(২৩১) এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল।

---

(২২২) অর্থাৎ, এটাই আল্লাহর নিয়ম চলে আসছে যে, আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান অগ্রহণযোগ্য। এ বিষয়টা কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে।

(২২৩) অর্থাৎ, আযাব প্রত্যক্ষ করার পর তাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখন ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আমাদের ভাগ্যে অন্য কিছু নেই।

(২২৪) এই সূরার দ্বিতীয় নাম হল, 'ফুস্‌সিলাত'। এর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কুরাইশ সর্দারগণ আপোসে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মাদের অনুসারীদের সংখ্যা দিনের দিন বেড়েই যাচ্ছে। অতএব এই পথ রোধ করার জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। তাই তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বাক্‌পটু শুদ্ধভাষী উৎবা বিন রাবী'কে নির্বাচন করল; সে রসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলবে। সুতরাং রসূল ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উপর আরবদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অনৈক্য সৃষ্টির অপবাদ দিয়ে প্রস্তাব পেশ করল যে, এই নতুন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য যদি তোমার ধন-মাল অর্জন করা হয়, তবে আমরা তোমার জন্য তা সঞ্চয় ক'রে দিচ্ছি। আর যদি এর উদ্দেশ্য হয় নেতা বা সর্দার হওয়া, তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা ও সর্দার মেনে নিচ্ছি। যদি কোন সুন্দরী নারীকে বিবাহ করতে চাও, তবে একজন নয়, বরং তোমার জন্য দশজন সুন্দরী নারীর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আর যদি তোমাকে জ্বিন পেয়ে থাকে, যার কারণে তুমি আমাদের উপাস্যদের নিন্দা কর, তবে আমরা আমাদের খরচে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। তিনি সমস্ত কথা শুনে তার সামনে এই সূরা পাঠ করলেন। এতে সে বড়ই প্রভাবিত হল এবং ফিরে গিয়ে কুরাইশ সর্দারদেরকে বলল যে, যে জিনিস তিনি পেশ করেন, তা জাদু-বিদ্যা নয়, জ্যোতিষ নয় এবং কবিতাও নয়। তার উদ্দেশ্য ছিল রসূল ﷺ-এর দাওয়াতের ব্যাপারে কুরাইশদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি আহবান জানানো। কিন্তু তারা চিন্তা-ভাবনা আর কি করবে? উল্টো উৎবার উপর অপবাদ দিল যে, তুমি তার জাদুর জালে বন্দী হয়ে গেছ। এই বর্ণনাটা ঐতিহাসিক ও মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীর এবং ইমাম শাওকানীও এটাকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, "এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশদের বৈঠক অবশ্যই হয়েছিল এবং তারা উৎবাকে আলোচনার জন্য পাঠিয়েছিল। আর রসূল ﷺ তাকে সূরার প্রথম অংশ পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন।

(২২৫) এটা 'হাল' (যা পূর্বোক্তের অবস্থা বর্ণনা করে) অর্থাৎ, এর শব্দগুলো আরবী ভাষায়। যার অর্থ বিশ্লেষিত ও সুস্পষ্ট।

(২২৬) অর্থাৎ, যারা আরবী ভাষা, তার অর্থ ও ভাবার্থ এবং তার রহস্য ও বাচনভঙ্গি ইত্যাদি জানে।

(২২৭) অর্থাৎ, হালাল কি এবং হারাম কি? অথবা আনুগত্য কি এবং অবাধ্যতা কি? কিংবা নেকীর কাজ কোন্‌গুলো এবং শাস্তি পেতে হয় এমন কাজ কোনগুলো?

(২২৮) ঈমানদার ও নেক আমলের অধিকারীদেরকে সফলতা ও জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং মুশরিক মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী।

(২২৯) অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞান ও গবেষণার উদ্দেশ্যে শোনে না; যাতে তাদের উপকার হয়। এরই কারণে তাদের অধিকাংশরাই ছিল হিদায়াত থেকে বঞ্চিত।

(২৩০) أَكِنَّةٌ হল كِنَانٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ঃ আবরণ, পর্দা, অর্থাৎ, আমাদের অন্তর আবৃত ও ঢাকা আছে। কাজেই আমরা তোমার তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত বুঝতে পারি না।

(২৩১) وَقْرٌ এর প্রকৃত অর্থ হল, (ভারী) বোঝা। এখানে বধিরতা বুঝানো হয়েছে, যা সত্য শোনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ ক’রে যাই।(২৩২)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦)

(৬) বল, আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি (অহী) প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য।(২৩৩) অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য।

الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ(٧)

(৭) যারা যাকাত প্রদান করে না(২৩৪) এবং ওরা পরকালে অবিশ্বাসী।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٨)

(৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার রয়েছে।(২৩৫)

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩)

(৯) বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দু’দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন(২৩৬) এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাবে? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا

(১০) তিনি তাতে (পৃথিবীতে) অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন(২৩৭) এবং স্থাপন করেছেন কল্যাণ(২৩৮) এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের(২৩৯) ব্যবস্থা করেছেন,(২৪০) সমানভাবে সকল

---

(২৩২) অর্থাৎ, তোমার ও আমাদের মাঝে এমন অন্তরাল আছে যে, তুমি যা বল, তা শুনতে পাই না এবং তুমি যা কর, তা দেখতেও পাই না। কাজেই তুমি আমাদেরকে আমাদের নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং আমরাও তোমাকে তোমার অবস্থায় ছেড়ে দিই। তুমি আমাদের ধর্মের উপর আমল করো না এবং আমরাও তোমার দ্বীনের উপর আমল করতে পারি না।

(২৩৩) অর্থাৎ, আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; কেবল অহী ছাড়া। অতএব এ দূরত্ব ও অন্তরায় কেন? তাছাড়া আমি যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছি, সেটাও কোন এমন জিনিস নয় যে, তা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিতে আসবে না। তা সত্ত্বেও বিমুখতা কেন?

(২৩৪) এটা হল মক্কী সূরা। যাকাত হিজরী ২য় সনে মদীনায় ফরয হয়। কাজেই এ থেকে হয় (সাধারণ) সাদক্বা বুঝানো হয়েছে, যার নির্দেশ মক্কাতেই মুসলিমদেরকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, শুরুতে কেবল সকাল ও সন্ধ্যায় নামায পড়ার নির্দেশ ছিল। অতঃপর হিজরতের দেড় বছর পূর্বে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথবা যাকাতের ব্যাপক নির্দেশ মক্কায় ছিল। অতপর মদীনায় তার নিসাব ও পরিমাণ নির্ধারণ হয়। অথবা এখানে ‘যাকাত’ বলতে (আভিধানিক অর্থে পবিত্রতা) কালেমা শাহাদত বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা মানুষের অন্তর শির্কের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। *(ইবনে কাসীর)*

(২৩৫) ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ﴾ এর অর্থ তা-ই, যে অর্থ হল, ﴿عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ﴾ এর। অর্থাৎ, অশেষ নেকী।

(২৩৬) কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।” এখানে তার কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলেছেন, পৃথিবীকে দু’দিনে বানিয়েছেন। আর এ থেকে রবি ও সোমবার বুঝানো হয়েছে। (তবে সে দিনের পরিমাণ কত, তা আল্লাহই ভালো জানেন।) সূরা নাযিআত (৩০নং আয়াতে) বলা হয়েছে, ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا﴾ এ থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, পৃথিবীকে আসমানের পর বানানো হয়েছে। অথচ এখানে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ আকাশ সৃষ্টির পূর্বে করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন যে, সৃষ্টি করা এক জিনিস এবং دَحَى যার মূল হল, دَحْوٌ (বিস্তৃত করা বা বিছানো) আর এক জিনিস। অর্থাৎ, পৃথিবী সৃষ্টি আসমানের পূর্বে হয়েছে। যেমন, এখানেও বলা হয়েছে এবং دَحْوٌ অর্থাৎ, পৃথিবীকে বসবাসের যোগ্য বানানোর জন্য এর মধ্যে পানির ভান্ডার রাখা হয়, তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্র বানানো হয়। ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ এতে পাহাড়, নদ-নদী এবং নানা প্রকার ধাতু ও খনিজ পদার্থ রাখা হয়। এ সব কাজ সুসম্পন্ন হয় আকাশ সৃষ্টির পর অন্য দুই দিনে। এইভাবে পৃথিবী ও তার সংশ্লিষ্ট সমস্ত জিনিসের সৃষ্টি চার দিনে পরিপূর্ণ হয়। *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা হা-মীম সাজদাহ)*

(২৩৭) অর্থাৎ, পাহাড়গুলোকে পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি ক’রে তার উপর গেড়ে দেন যাতে পৃথিবী নড়া-চড়া না করে।

(২৩৮) অর্থাৎ, তাতে বর্কত স্থাপন করেছেন। এ থেকে ইঙ্গিত করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি, বহু প্রকারের খাদ্যসামগ্রী, খনিজ পদার্থ এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রকারের আসবাব-পত্রের প্রতি, যা পৃথিবীর বর্কত বা কল্যাণ। আর প্রভূত কল্যাণের নামই হল বর্কত।

(২৩৯) أَقْوَاتٌ (খাদ্য, জীবিকা) হল قُوْتٌ এর বহুবচন। অর্থাৎ, পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির খোরাক তাতে নির্ধারিত বা তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর প্রতিপালকের এই নির্ধারণ বা ব্যবস্থাপনা এত বিস্তর ও ব্যাপক যে, কোন জিহ্বা তা বর্ণনা করতে পারবে না, কোন কলম তা লিপিবদ্ধ করতে পারবে না এবং কোন ক্যালকুলেটর তার হিসাব করতে পারবে না। কেউ কেউ নির্ধারিত করার অর্থ করেছেন, প্রত্যেক ভূখন্ডের জন্য পৃথক পৃথক ফল-ফসল নির্দিষ্ট করেছেন, যা অন্য অংশে তা উৎপন্ন হতে পারে না। যাতে প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ এই উৎপন্ন দ্রব্য সেখানকার স্থানীয় লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বুনিয়াদ হয়ে যায়

أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠)

অনুসন্ধানীদের জন্য।(২৪১)

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)

(১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এস।’(২৪২) ওরা বলল, ‘আমরা তো অনুগত হয়ে আসলাম।’

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢)

(১২) অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু’দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন।(২৪৩) আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত।(২৪৪) এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣)

(১৩) এর পরেও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (ওদেরকে) বল, আমি তো তোমাদেরকে এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি; যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আ’দ ও সামূদ;

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (١٤)

(১৪) যখন ওদের নিকট ওদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক হতে রসূলগণ এসেছিল (এবং তারা বলেছিল), ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও উপাসনা করো না।’ তখন ওরা বলেছিল, ‘আমাদের প্রতিপালকের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফিরিশ্তা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।’(২৪৫)

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ

(১৫) আ’দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, ‘আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কে আছে?’(২৪৬) ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী?(২৪৭) আর

(এবং অন্য অঞ্চলের সাথে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সকলে লাভবান হয়। এ অর্থও সঠিক এবং একেবারে বাস্তব।

(২৪০) অর্থাৎ, সৃষ্টির দু’দিন এবং বিস্তৃত করণের দু’দিন। সব দিনগুলো মিলিয়ে হল মোট চার দিন। যাতে এই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হয়। (তবে সে দিন কত লম্বা তা আল্লাহই জানেন।)

(২৪১) سَوَاءً এর অর্থ হল ঠিক বা পূর্ণ চার দিনে। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসাকারীদের বলে দাও যে, সৃষ্টি ও বিস্তৃত করণের এ কাজ ঠিক বা পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন হয়। অথবা পূর্ণ কিংবা সঠিক উত্তর হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে। অথবা খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকল অভাবী ও অনুসন্ধানীদের জন্য।

(২৪২) এই আসা কিভাবে ছিল? আসার ধরন বর্ণনা করা যেতে পারে না। উভয়ে আল্লাহর কাছে ঐভাবেই এসেছে, যেভাবে তিনি চেয়েছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমার নির্দেশের আনুগত্য কর। তারা (আকাশ ও পৃথিবী) বলল, আমরা (তোমার) আনুগত্যের জন্য উপস্থিত আছি। সুতরাং আল্লাহ আকাশকে নির্দেশ দিলেন যে, সূর্য, চাঁদ এবং তারকারাজি বের কর এবং পৃথিবীকে বললেন যে, নদ-নদী প্রবাহিত এবং ফল-মূল উৎপন্ন কর। *(ইবনে কাসীর)* অথবা অর্থ হল, তোমরা উভয়েই অস্তিত্বে চলে এস।

(২৪৩) অর্থাৎ, স্বয়ং আকাশমন্ডলীকে অথবা সেখানে বসবাসকারী ফিরিশ্তামন্ডলীকে বিশেষ বিশেষ কাজের এবং যিক্র-আযকারের দায়িত্বে লাগিয়ে দিলেন।

(২৪৪) অর্থাৎ, শয়তান থেকে সুরক্ষিত। যেমন, অন্যত্র এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তারকারাজি সৃষ্টির তৃতীয় আর একটি উদ্দেশ্য অন্যত্র اهتِدَاءٌ (পথ পাওয়া বা দিক নির্ণয় করা)ও বলা হয়েছে। *(সূরা নাহ্ল ১৬)*

(২৪৫) অর্থাৎ, যেহেতু তুমি আমাদের মতনই মানুষ, তাই আমরা তোমাকে নবী মানতে পারি না। আল্লাহর নবী প্রেরণ করার প্রয়োজন হলে ফিরিশ্তা প্রেরণ করতেন; মানুষ নয়।

(২৪৬) এই উক্তি থেকে তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তারা আল্লাহর আযাব রোধ করার ক্ষমতা রাখে। কেননা, তারা অতি দীর্ঘকায় এবং প্রচন্ড শক্তিশালী ছিল। আর এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন হূদ عليه السلام তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন এবং আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।

(২৪৭) অর্থাৎ, তারা কি সেই আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্য দানে ধন্য করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টি করার পর তাঁর নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য শেষ হয়ে গেছে নাকি? এখানে জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতিসূচক এবং ধমকের জন্য।

مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥)

ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।(২৪৮)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ
لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (١٦)

(১৬) অতঃপর আমি ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য কতিপয় অশুভ দিনে(২৪৯) ওদের উপরে ঝোড়ো হাওয়া(২৫০) প্রেরণ করেছিলাম। আর পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং ওদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى
فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(١٧)

(১৭) আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম;(২৫১) কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল।(২৫২) অতঃপর ওদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ ওদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল।(২৫৩)

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨)

(১৮) আর যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩)

(১৯) (স্মরণ কর,) যেদিন(২৫৪) আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে এবং ওদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে,(২৫৫)

حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠)

(২০) পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন ওদের কান, চোখ ও দেহের চামড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।(২৫৬)

---

(২৪৮) অর্থাৎ, সেই মু'জিযাগুলোকে যা আমি নবীদেরকে দান করেছিলাম অথবা সেই দলীলগুলোকে, যা আমি নবীদের সাথে অবতীর্ণ করেছিলাম কিংবা অসংখ্য সেই সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলীকে, যা বিশ্বজাহানে ছড়িয়ে আছে।

(২৪৯) نَحِسَاتٌ এর অনুবাদ কেউ করেছেন ধারাবাহিক ও লাগাতার। কেননা, এ হাওয়া সাত দিন আট রাত পর্যন্ত লাগাতার চলেছে। আবার কেউ এর অর্থ কঠিন, কেউ ধূলা-বালি মিশ্রিত হাওয়া এবং কেউ অশুভও করেছেন। শেষোক্ত অনুবাদের সারমর্ম হবে, যে দিনগুলোতে তাদের উপর কঠিন তুফান চলেছে, সেগুলো তাদের জন্য বড়ই অকল্যাণকর ও অশুভ প্রমাণিত হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দিনগুলোই অশুভ। কারণ কোন সময় বা দিন অশুভ হয় না।

(২৫০) صَرْصَرٌ এর উৎপত্তি হল, صُرَّةٌ থেকে; যার অর্থ ঃ শব্দ। অর্থাৎ, এমন বাতাস যাতে বিকট শব্দ ছিল। অর্থাৎ, অতি প্রবল ও জোরদার ঝড়, যাতে ভীষণ শব্দও ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এটা صر থেকে গঠিত যার অর্থ, ঠান্ডা। অর্থাৎ, ঠান্ডা, শীতল বা হিমশীতল বাতাস। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, সঠিক এই যে, উক্ত হাওয়ার মধ্যে বর্ণিত সব গুণগুলোই বর্তমান ছিল।

(২৫১) অর্থাৎ, তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলাম, তার প্রমাণাদি তাদের সামনে স্পষ্ট করেছিলাম এবং তাদের নবী সালেহ-এর মাধ্যমে তাদের উপর হুজ্জত কায়েম করেছিলাম।

(২৫২) অর্থাৎ, তারা বিরোধিতা করে ও মিথ্যা ভাবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা সেই উটনীকেও যবাই করে দেয়, যাকে মু'জিযা স্বরূপ তাদের দাবী অনুযায়ী পাহাড় থেকে বের করা হয়েছিল এবং তা ছিল নবীর সত্যতার দলীল।

(২৫৩) صَاعِقَةٌ বলা হয় কঠিন আযাবকে। এই কঠিন আযাব তাদের উপর বিকট শব্দ এবং ভূমিকম্প আকারে আসে। যাতে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

(২৫৪) এখানে اُذْكُرْ উহ্য আছে। অর্থাৎ, (সেই দিনকে স্মরণ কর,) যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের ফিরিশ্তারা একত্রিত করবেন। অর্থাৎ, প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল শত্রুরা একত্রিত হবে।

(২৫৫) يُوزَعون অর্থাৎ, তাদেরকে থামিয়ে থামিয়ে প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলকে একত্রিত করা হবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* এই শব্দের আরো ব্যাখ্যা জানার জন্য দ্রষ্টব্য সূরা নামলের ১৭নং আয়াতের টীকা।

(২৫৬) অর্থাৎ, যখন তারা শির্ক করার কথা অস্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং তাদের (দেহের) অঙ্গগুলো সাক্ষ্য দেবে যে, তারা এই কাজ করত। إِذَا مَا جَاءُوهَا তে ما অতিরিক্ত (যার কোন অর্থ হবে না) তাকীদ স্বরূপ এসেছে। মানুষের রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এখানে দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়টি হল ত্বক বা চামড়া যা স্পর্শের যন্ত্র। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলো তিন প্রকারের হয়। বাকী আরো দু'টি ইন্দ্রিয় এই জন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, স্বাদ গ্রহণ স্পর্শের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, স্বাদ গ্রহণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জিনিসকে জিহ্বার ত্বকের উপর রাখা হবে। অনুরূপ ঘ্রাণ নেওয়াও ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জিনিস নাসিকার ত্বকে স্পর্শ হবে। এইভাবে جُلود শব্দের মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয় চলে আসে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١)

(২১) জাহান্নামীরা ওদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?'(২৫৭) উত্তরে চামড়া বলবে, 'আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছুকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন।' তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।(২৫৮)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢)

(২২) তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না --এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না;(২৫৯) উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না!(২৬০)

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ (٢٣)

(২৩) তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংসে ফেলেছে।(২৬১) ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنْ الْمُعْتَبِينَ (٢٤)

(২৪) এখন ওরা ধৈর্যশীল হলেও জাহান্নামই হবে ওদের আবাস এবং ওরা ক্ষমাপ্রার্থী হলেও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না।(২৬২)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

(২৫) আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম, যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত ক'রে দেখিয়েছিল।(২৬৩) ওদের

---

(২৫৭) অর্থাৎ, মুশরিক ও কাফেররা যখন দেখবে যে, তাদেরই অঙ্গগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন বিস্মিত অথবা ক্ষুব্ধ হয়ে ধমকের স্বরে এ কথা বলবে।

(২৫৮) কেউ কেউ وَهُوَ (তিনি তোমাদেরকে) থেকে আল্লাহর উক্তি বলেছেন। এই দিক দিয়ে এটা হবে 'জুমলাহ মুস্তা'নিফাহ' (বিচ্ছিন্ন নতুন বাক্য)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা মানুষের চামড়ারই কথা। এই দিক দিয়ে এটা হবে সেই কথার অবশিষ্ট অংশ। কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ইতিপূর্বে সূরা নূরের ২৪নং আয়াতে এবং সূরা ইয়াসীনের ৬৫নং আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপ সহীহ হাদীসসমূহে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, যখন আল্লাহর নির্দেশে মানুষের অঙ্গগুলো বাক্যালাপে সব কিছু বলে দেবে, তখন বান্দা বলবে, بُعْداً لَّكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ "তোমরা ধ্বংস হও, দূর হও। আমি তোমাদের জন্যই ঝগড়া ও দোষখন্ডন করছিলাম।" *(মুসলিম ঃ কিতাবুয্ যুহদ)* এই বর্ণনাতেই এসেছে যে, বান্দা বলবে, 'আমি আমার নিজের দেহ ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষ্য মানব না।' তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'আমি এবং আমার সম্মানিত লেখক ফিরিশ্তাগণ কি সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট নই?' অতঃপর তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের অঙ্গগুলোকে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হবে। *(ঐ)*

(২৫৯) এর অর্থ হল, তোমরা পাপকাজ করার সময় মানুষকে গোপন করার চেষ্টা তো করেছিলে, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের কোনই আশঙ্কা ছিল না যে, তোমাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তোমাদের অঙ্গগুলো সাক্ষ্য দেবে। তাই তাদের নিকট থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করার কোনই প্রয়োজন তোমরা অনুভব করনি। আর এর কারণ ছিল, তোমাদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা এবং তার উপর বিশ্বাস না রাখা।

(২৬০) এই জন্য তোমরা আল্লাহর সীমা উল্লংঘন এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ করতে ভয়শূন্য ছিলে।

(২৬১) অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের অনেক কার্যকলাপের খবর রাখেন না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং বাতিল ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে পতিত করেছে। কেননা, এর কারণে তোমরা নির্ভয়ে সর্বপ্রকার পাপকাজ করতে সাহস করেছিলে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি বর্ণনা এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, কা'বা শরীফের পাশে দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাক্বাফী অথবা দু'জন সাক্বাফী এবং একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে মোটা শরীর এবং অল্প বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিটি বলল, 'তোমরা কি মনে কর যে, আমাদের কথা আল্লাহ শুনেন?' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমাদের জোরে বলা কথাগুলো শুনেন এবং আস্তে বলা কথাগুলো শুনেন না।' অপর আর একজন বলল, 'তিনি যদি আমাদের উঁচু আওয়াজে বলা কথাগুলো শুনেন, তবে চুপি চুপি বলা কথাগুলো অবশ্যই শুনেন।' এরই উপর আল্লাহ {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ} আয়াত অবতীর্ণ হল। *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা হা-মীম সাজদাহ)*

(২৬২) এর আর একটি অর্থ এও করা হয়েছে যে, যদি তারা মানাতে (সন্তুষ্ট করতে) চায়, যাতে তারা জান্নাতে যেতে পারে, তবে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি তারা কখনও লাভ করতে পারবে না। *(আয়সারুত্ তাফাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)* কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, তারা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যা মঞ্জুর করা হবে না। *(তফসীর ত্বাবারী)* অর্থাৎ, তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হল জাহান্নাম, তাতে ধৈর্য ধারণ করলে (তবুও রহম করা হবে না। যেমন, দুনিয়াতে কোন কোন সময় ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি মায়া-মমতা আসে) অথবা অন্য কোনভাবে সেখান থেকে বের হওয়ার প্রচেষ্টা করলেও, তাদেরকে ব্যর্থই হতে হবে।

(২৬৩) এ থেকে সেই শয়তান প্রকৃতির মানুষ ও জ্বিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা বাতিলপন্থীদের পশ্চাতে লেগে থাকে। তারা

خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (٢٥)

ব্যাপারে ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন এবং মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦)

(২৬) অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তোমরা এ ক্বুরআন শ্রবণ করো না(২৬৪) এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর;(২৬৫) যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।’(২৬৬)

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧)

(২৭) আমি অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের সাজা দেব।(২৬৭)

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٢٨)

(২৮) এ হল আল্লাহর শত্রুদের সাজা; জাহান্নাম। আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী আবাস রয়েছে।(২৬৮)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنْ الْجِنِّ
وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنْ الأَسْفَلِينَ(٢٩)

(২৯) সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও,(২৬৯) আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে ওরা লাঞ্ছিত হয়।’(২৭০)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ

(৩০) নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’(২৭১) তারপর তাতে অবিচলিত থাকে,(২৭২) তাদের নিকট ফিরিশ্তা

তাদের সামনে কুফ্‌রী ও অন্যায়কে সুন্দর ও সুশোভিত ক’রে পেশ করে। ফলে তারা ভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্তে ফেঁসে যায়। পরিশেষে এই অবস্থায় তাদের মৃত্যু আসে এবং তার ফলে তারা চিরদিনকার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিগণিত হয়।

(২৬৪) এ কথা তারা আপোসে বলাবলি করে। কেউ কেউ لاَ تَسْمَعُوْا (এ ক্বুরআন শুনো না)এর অর্থ করেছেন, তার অনুসরণ করো না। তার কথা মেনো না।

(২৬৫) অর্থাৎ, চেঁচামেচি কর, তালি বাজাও, শিস্ দাও এবং চিৎকার ক’রে কথা বল, যাতে উপস্থিত জনগণের কানে ক্বুরআনের আওয়াজ না পৌঁছে এবং তাদের অন্তর ক্বুরআনের লালিত্যময় ভাষা ও তার চমৎকারিত্বে যেন প্রভাবিত না হয়ে যায়।

(২৬৬) অর্থাৎ, সম্ভবতঃ এইভাবে চিৎকার করার কারণে মুহাম্মাদ ক্বুরআন পাঠ করাই ছেড়ে দেবে; যা শুনে মানুষ প্রভাবিত হয়।

(২৬৭) অর্থাৎ, কিছু ভাল আমল থাকলেও তার কোনই মূল্য হবে না। যেমন, অতিথিসেবাপরায়ণতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। কেননা, ঈমান ধন থেকে তারা বঞ্চিত। অবশ্য পাপ কাজের বদলা তারা পাবে। যার মধ্যে পাকেপ্রকারে পবিত্র ক্বুরআন শুনতে বাধা দেওয়ার মত পাপের বদলাও।

(২৬৮) নিদর্শনাবলী বলতে যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে সেইসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, যা মহান আল্লাহ আম্বিয়াগণের উপর অবতীর্ণ করেন অথবা সেইসব মু’জিযা, যা তিনি তাঁদেরকে দান করেন কিংবা সকল প্রকার সৃষ্টিগত প্রমাণপুঞ্জ ও সকল প্রাণীর মাঝে বিস্তৃত নিদর্শনাবলী। কাফেররা এ সব অস্বীকার করে। যার ফলে তারা ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হতে বঞ্চিত থাকে।

(২৬৯) এর অর্থ পরিষ্কার যে, ভ্রষ্টকারী কেবল শয়তানরাই হয় না, বরং অনেক সংখ্যক মানুষও শয়তানের প্রভাবে লোকদেরকে ভ্রষ্ট করার কাজে ব্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ জ্বিন বলতে ইবলীস এবং ইনসান বলতে ক্বাবীলকে বুঝিয়েছেন; যে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের ভাই হাবীলকে হত্যা ক’রে যুলুম এবং মহাপাপ সম্পাদন করে। হাদীস অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সংঘটিত সমস্ত হত্যার পাপের একটি অংশ তার ঘাড়ে চাপবে। কারণ সেই হল মানুষের ইতিহাসে হত্যা-অপরাধের পথিকৃৎ। আমাদের মতে প্রথম অর্থই সর্বাধিক সঠিক।

(২৭০) অর্থাৎ, আমাদের পা দিয়ে তাদেরকে পদদলিত ক’রে খুব লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করি। জাহান্নামীদের অনুসৃত নেতাদের উপর যে রাগ হবে তা মিটানোর জন্য তারা এ কথা বলবে। অথচ তারা সকলেই অপরাধী এবং সকলেই এক সাথে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, ﴿لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُوْنَ﴾ অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না। *(আ’রাফ ঃ ৩৮)* জাহান্নামীদের কথা আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ ঈমানদার জান্নাতীদের কথা আলোচনা করছেন। আর এটাই হলো সাধারণতঃ ক্বুরআনের বাক্য-বিন্যাস-পদ্ধতি। যাতে ভয়ের সাথে আশা এবং আশার সাথে ভয়ের কথা উল্লেখ করার প্রতিও যত্ন নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ভীতি প্রদর্শনের পর এবার সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে।

(২৭১) অর্থাৎ, এক আল্লাহ তাঁর কোন শরীক নেই। প্রতিপালকও তিনিই এবং উপাস্যও তিনিই। এ রকম নয় যে, তাঁর প্রতিপালকত্বকে কেবল স্বীকার করবে এবং উপাস্যত্বের ব্যাপারে অন্যকেও শরীক করবে।

(২৭২) অর্থাৎ, কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও ঈমান ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তা থেকে আদৌ বিমুখ হয় না। কেউ কেউ এখানে এই ‘ইস্তিক্বামাত’এর অর্থ করেছেন, ইখলাস। অর্থাৎ, বিশুদ্ধচিত্তে কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত ও আনুগত্য করে। যেমন, হাদীসেও এসেছে যে, এক ব্যক্তি রসূল ﷺ-কে বলল, আমাকে এমন কথা বলে দিন যে, আপনার পর

الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠)

অবতীর্ণ হয় (এবং বলে),(২৭৩) 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না(২৭৪) এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও।(২৭৫)

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١)

(৩১) ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও;(২৭৬) সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর।

نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)

(৩২) চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লার পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)

(৩৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি?(২৭৭)

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤)

(৩৪) ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না।(২৭৮) উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।(২৭৯)

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥)

(৩৫) এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল,(২৮০) এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।(২৮১)

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦)

(৩৬) যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।(২৮২) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।(২৮৩)

যেন আমার অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, ((قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ)) "তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর তারই উপর অবিচল থাক।" *(মুসলিম ঃ কিতাবুল ঈমান)*

(২৭৩) অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় বলে। কেউ কেউ বলেছেন, ফিরিশ্তাগণ এই সুসংবাদ তিন সময়ে দেন; মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর থেকে পুনরায় উঠানোর সময়।

(২৭৪) আখেরাতে যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হবে, তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করো না এবং দুনিয়াতে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি যে ছেড়ে এসেছ, সে ব্যাপারেও কোন দুঃখ করো না।

(২৭৫) অর্থাৎ, দুনিয়াতে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

(২৭৬) এ কথায় অতিরিক্ত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর উক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, তা ফিরিশ্তাদের উক্তি। উভয় অবস্থাতেই মুসলিমদের জন্য এ হল মহা সুসংবাদ।

(২৭৭) অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে সে নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত, দ্বীন-পালনে যত্নবান এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী অনুগত বান্দা।

(২৭৮) বরং এ উভয়ের মধ্যে বিরাট তফাত।

(২৭৯) এ হল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক চারিত্রিক শিক্ষা যে, মন্দকে দূরীভূত কর ভাল দ্বারা। যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে নিকৃষ্ট প্রতিহত কর। অর্থাৎ, অন্যায়ের বদলা নাও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ক'রে, যুলুমের বদলা নাও ক্ষমা ক'রে, ক্রোধের বদলা নাও ধৈর্যধারণ ক'রে, বেআদবীর বদলা নাও দৃষ্টিচ্যুত ক'রে এবং মূর্খতা বা অশ্লীল কথার উত্তর দাও সহ্য ক'রে নীরব থেকে। এর ফল এই হবে যে, তোমার শত্রু দেখবে তোমার বন্ধু হয়ে গেছে। তোমার থেকে দূরে দূরে থাকত এমন ব্যক্তি তোমার নিকটে হয়ে যাবে এবং তোমার রক্ত-পিপাসু ব্যক্তি তোমার বশীভূত ও প্রেম-পিপাসু হয়ে যাবে।

(২৮০) অর্থাৎ, মন্দের পরিবর্তে ভালো করার গুণ যদিও অনেক উপকারী ও ফলপ্রসূ, কিন্তু এর উপর আমল সেই করতে পারবে, যে ধৈর্যশীল হবে। রাগকে দমন করতে পারবে এবং অপছন্দনীয় কথাবার্তা সহ্য করতে পারবে।

(২৮১) حَظٍّ عَظِيمٍ (বড় সৌভাগ্য বা মহাভাগ্য) বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী সেই হয়, যে বড় সৌভাগ্যবান। অর্থাৎ, যার ভাগ্যে জান্নাতে যাওয়া লিখে দেওয়া হয়েছে।

(২৮২) অর্থাৎ, শয়তান যদি শরীয়তের কার্যকলাপ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চায় অথবা উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিকার করার ব্যাপারে সে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

(২৮৩) আর যে সত্তা এ রকম যে, তিনি সকলের কথা শোনেন এবং প্রত্যেক কথা জানেন, তিনিই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিতে পারেন। এটা হল পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণ স্বরূপ। এরপর পুনরায় কিছু এমন নিদর্শন উল্লেখ করা হচ্ছে, যা আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা শক্তির কথা প্রমাণ করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧)

(৩৭) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র।(২৮৪) তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়;(২৮৫) বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন,(২৮৬) যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) কর।

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (٣٨)

(৩৮) ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না। (২৮৭)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)

(৩৯) আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক,(২৮৮) অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়;(২৮৯) নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে।(২৯০) নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠)

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করে(২৯১) তারা আমার অগোচর নয়।(২৯২) যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ; না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে?(২৯৩) তোমাদের যা ইচ্ছা কর,(২৯৪) নিশ্চয় তোমরা যা কর, তিনি তার দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ

(৪১) নিশ্চয় যারা তাদের নিকট ক্বুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে, (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।)(২৯৫) আর এ অবশ্যই

---

(২৮৪) অর্থাৎ, রাতকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেওয়া যাতে মানুষ তাতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিনকে আলোক-উজ্জ্বল করা যাতে জীবিকা উপার্জনে কোন অসুবিধা না হয়। অতঃপর পালাক্রমে রাত ও দিনের আগমন-প্রত্যাগমন। কখনো রাতের বড় ও দিনের ছোট হওয়া, আবার কখনো এর বিপরীত দিনের বড় ও রাতের ছোট হওয়া। অনুরূপ সূর্য ও চাঁদের নির্ধারিত সময়ে উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়া। তাদের স্ব স্ব কক্ষপথে নিজের নিজের পথ অতিক্রম করা এবং তাদের আপসে কোন সংঘর্ষ ঘটা থেকে সুরক্ষিত থাকা ইত্যাদি সবই প্রমাণ করে যে, তাদের অবশ্য অবশ্যই কোন স্রষ্টা এবং মালিক আছেন। অনুরূপ তিনি এক ও একক এবং সারা বিশ্বজগতে কেবল তাঁরই কর্তৃত্ব ও নির্দেশ চলে। যদি পরিচালনা করার ও নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী একাধিক হত, তবে সারা জগতের এ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এত মজবুত এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে টিকে থাকত না।

(২৮৫) কারণ, এরাও তোমাদের মত আল্লাহর সৃষ্ট। প্রভুত্বের কোন এখতিয়ার তাদের মধ্যে নেই। অথবা তাতে তারা শরীকও নয়।

(২৮৬) خَلَقَهُنَّ তে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন এই জন্য এসেছে যে, হয় তো خَلَقَ هَذِهِ الأَرْبَعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ অর্থের ভিত্তিতে। কেননা, জ্ঞানহীন বস্তুর বহুবচনের ক্ষেত্রে (ব্যাকরণগত) বিধান হল এটাই। অথবা এই সর্বনামের লক্ষ্য কেবল চাঁদ এবং সূর্য। আর কোন কোন ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিদের কাছে দ্বিবচনও বহুবচনরূপে গণ্য হয়। কিংবা এর উদ্দিষ্ট হল, آيات নিদর্শনাবলী। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(২৮৭) (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।)

(২৮৮) خَاشِعَةً এর অর্থ হল, শুখো-অনাবৃষ্টি অর্থাৎ, মৃত বা উদ্ভিদশূন্য।

(২৮৯) অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল ও ফসলাদি উৎপন্ন করে।

(২৯০) মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দ্বারা এভাবে জীবিত ক'রে দেওয়া এবং তাকে উৎপন্ন করার যোগ্য বানিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে যে, তিনি মৃতদেরকে অবশ্যই জীবিত করবেন।

(২৯১) অর্থাৎ, সেগুলোকে মানে না, বরং সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা মিথ্যা ভাবে। ইবনে আব্বাস ﷛ إلحاد এর অর্থ করেছেন, বিকৃত বা অপব্যাখ্যা করা। যার ভিত্তিতে এতে সেই ভ্রষ্ট দলগুলোও চলে আসে, যারা নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও মতবাদকে সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহর আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে এবং তার অর্থে বিকৃতি সাধন ও হেরফেরও করে।

(২৯২) এটা হল আল্লাহর আয়াতে সর্বপ্রকার বাঁকাপথ অবলম্বনকারীদের জন্য কঠিন ধমক।

(২৯৩) অর্থাৎ, এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে? না, কক্ষনো না। তাছাড়াও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাঁকাপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং ঈমানদাররা কিয়ামতের দিন নিরাপদে ভয়শূন্য থাকবে।

(২৯৪) এ বাক্য আজ্ঞা ও সম্মতিসূচক, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ভয় দেখানো ও ধমকি দেওয়া। এতে কুফ্রী, শির্ক এবং পাপাচরণের অনুমতি ও তার বৈধতার ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

(২৯৫) বন্ধনীর মাঝে শব্দগুলো হল, إِنَّ এর উহ্য খবর (বিধেয় পদ)এর অনুবাদ। কেউ কেউ অন্য শব্দও উহ্য মেনেছেন। যেমন, يُجَازَوْنَ بِكُفْرِهِمْ তাদের কুফ্রীর শাস্তি দেওয়া হবে। অথবা هَالِكُوْنَ তারা ধ্বংস হবে।

عَزِيزٌ (٤١)

এক মহিমময় গ্রন্থ।(২৯৬)

لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)

(৪২) সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।(২৯৭)

مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (٤٣)

(৪৩) তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণ সম্পর্কে।(২৯৮) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল(২৯৯) এবং কঠিন শাস্তিদাতা।(৩০০)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤)

(৪৪) আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম,(৩০১) তাহলে ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি (বোধগম্য ভাষায়) বিবৃত হয়নি কেন?(৩০২) কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ রসূল আরবী!'(৩০৩) বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদেরকে বহু দূর হতে আহবান করা হয়। (৩০৪)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا

(৪৫) আমি অবশ্যই মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে(৩০৫) ওদের ফায়সালা হয়েই যেত।(৩০৬) ওরা অবশ্যই এর

---

(২৯৬) অর্থাৎ, যে গ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সে গ্রন্থ সমালোচনা ও নিন্দার অনেক উর্ধ্বে এবং প্রত্যেক দোষ ও ত্রুটি থেকে পাক ও পবিত্র।

(২৯৭) অর্থাৎ, সব দিক দিয়ে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে সুরক্ষিত। 'সম্মুখ হতে মিথ্যা' অর্থ হ্রাস এবং 'পশ্চাৎ হতে মিথ্যা' অর্থ, বৃদ্ধি। অর্থাৎ, বাতিল বা মিথ্যা তার সামনের দিক দিয়ে এসে না তা হতে কোন কিছু হ্রাস করতে পারবে, আর না তার পিছন দিক দিয়ে এসে তাতে কোন কিছু বৃদ্ধি সাধন করতে পারবে এবং না তাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সফল হবে। কারণ, এটা তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজে সুকৌশলী ও প্রশংসিত। অথবা তিনি যেসব কাজের নির্দেশ দেন এবং যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেন, পরিণাম ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে সবই প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, সবই ভাল ও উপকারী। *(ইবনে কাসীর)*

(২৯৮) অর্থাৎ, বিগত জাতিরা তাদের নবীদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করার দরুন যাদুকর, পাগল এবং মিথ্যাবাদী ইত্যাদি যে ভাষা ব্যবহার করেছিল, মক্কার কাফেররাও তোমার ক্ষেত্রে সেই ভাষাই ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ, নবীকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাকে তাদের মিথ্যাবাদী, যাদুকর এবং পাগল বলা কোন নতুন কথা নয়, বরং প্রত্যেক নবীর সাথে এই আচরণই হয়ে এসেছে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, ﴿كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ، اَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ﴾ অর্থাৎ, এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে, (তুমি তো এক) যাদুকর, না হয় পাগল! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। *(সূরা যারিয়াত ৫২-৫৩)* এর দ্বিতীয় অর্থ হল, রসূল ﷺ-কে তাওহীদ ও ইখলাসের (আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করার) যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল সেই কথাই, যা তাঁর পূর্বের নবীদেরকেও বলা হয়েছিল। কেননা, প্রত্যেক শরীয়ত এ বিষয়ে একমত ছিল। বরং প্রত্যেকের প্রাথমিক দাওয়াত তাওহীদ ও ইখলাসই ছিল। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(২৯৯) অর্থাৎ, সেই ঈমানদার ও তাওহীদবাদীদের জন্য, যারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।

(৩০০) তাদের জন্য যারা কাফের এবং আল্লাহর নবীদের শত্রু। এই আয়াতও সূরা হিজরের ৪৯-৫০ আয়াত ﴿نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّي اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ، وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيْمِ﴾ এর মতই।

(৩০১) অর্থাৎ, আরবী ভাষার পরিবর্তে কোন অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করতাম।

(৩০২) অর্থাৎ, আমাদের ভাষায় সেটাকে বর্ণনা করা হয়নি কেন? তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম। কারণ, আমরা তো আরব, আরবী ছাড়া অন্য ভাষা বুঝি না।

(৩০৩) এটাও কাফেরদের কথা। তারা আশ্চর্যান্বিত হত যে, নবী তো আরবী, আর কুরআন তাঁর উপর অনারবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোটকথা, কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ক'রে সর্বপ্রথম যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেই আরবদের জন্য কোন ওজর-আপত্তি অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এটা যদি অন্য ভাষায় হত, তাহলে তারা ওজর-আপত্তি করতে পারত।

(৩০৪) অর্থাৎ, অনেক দূরে অবস্থিত ব্যক্তি দূরে থাকার কারণে আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে সক্ষম হয় না, অনুরূপ এই লোকরা যেন বহু দূরে আছে, তাই তাদের কর্ণকুহরে কুরআন আসে না।

(৩০৫) আর তা এই যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে অবকাশ দেওয়া হবে। ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (فاطر: ٤٥)

(৩০৬) অর্থাৎ, সত্বর আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত।

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (٤٥)

সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।(৩০৭)

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)

(৪৬) যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের প্রতি কোন যুলুম করেন না।(৩০৮)

---

(৩০৭) অর্থাৎ, তাদের অস্বীকার বিবেক-বুদ্ধির আলোকে নয়, বরং সন্দেহের কারণে যা তাদেরকে অস্থির রাখত।

(৩০৮) সুতরাং তিনি শাস্তি কেবল সেই বান্দাকেই দেন, যে পাপী হয়। এমন নয় যে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।